অচ্যুত পঞ্চাননের সংস্কৃত কুলকারিকায় ও গ্রহবিপ্রকুলবিচার নামক গ্রন্থে বর্দ্ধমান, মধ্যরাঢ়, কায়তি, বালী ও দ্বারহাটা এই পঞ্চ সমাজের পরিচয় মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে, গৌড়-সমাজের কোন কথা নাই। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কালে গৌড়সমাজ অপর পাঁচটী সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্বে যে কুলানন্দের কারিকা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, পরশুরামের চেষ্টায় তাঁহার দৌহিত্র ও নবাবের উজীর গোবিন্দ গৌড়-সমাজের সমাজপতি হইয়াছিলেন। গোবিন্দ আবার আপন জামাতা চক্রপাণিকে বর্দ্ধমান-সমাজে প্রধান করিবার চেষ্টা পান। কিন্তু তাঁহার বৈমাত্রেয় শশিধর তাঁহাকে প্রধান বলিয়া স্বীকার করেন নাই, তিনি স্বতন্ত্র যূথ বা দল করিয়াছিলেন। আবার উক্ত কারিকা হইতেই জানা যায় যে, পরশুরাম যষ্ঠীবর আচার্য্য ও কৃষ্ণদেব ওঝাকে মর্য্যাদা প্রদান করেন নাই, এদিকে কুলানন্দের কুলবিধিকালে এই যষ্ঠীবর আচার্য্য বর্দ্ধমানের সমাজপতি ও চক্রপাণির বৈমাত্রেয় শশিধর তাঁহার ওঝা বলিয়া মধ্য ও দক্ষিণরাঢ়ের সকল গ্রহবিপ্রকুলগ্রন্থে সম্মানিত হইয়াছেন। অধিক সম্ভব, কুলানন্দের কুলবিধি প্রচলিত হইবার অনতিকাল পরেই যষ্ঠীবর ও শশিধর ওঝার চেষ্টায় মধ্য ও দক্ষিণরাঢ়ভুক্ত বর্দ্ধমান, মধ্যরাঢ়, কায়তি, বালী ও দ্বারহাটা এই পঞ্চ সমাজ গৌড়সমাজ হইতে কতকটা পৃথক্ হইয়া পড়ে, এই পঞ্চ সমাজে কুলানন্দের ব্যবস্থাই চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু গৌড়সমাজে গোবিন্দাচার্য্যের কুলব্যবহার চলিতেছে, গ্রহবিপ্রকুলজদিগের মুখে একথা শুনা যায়।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, প্রতি সমাজেই এক এক জন সমাজপতির দলে এক এক ঘর কাশ্যপগোত্রীয় ওঝা ও গৌতম দেশমুখ, এবং আটঘর শ্রোত্রিয় ও কএকঘর কষ্ট শ্রোত্রিয় থাকেন। ওঝা ও দেশমুখের পরিচয় যাহা পাইয়াছি, তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। এক্ষণে বিভিন্ন [illegible]র শ্রোত্রিয় কএক ঘরের যতদূর নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহা লিখিতেছি।

[illegible]মান-সমাজের অধীনে আট ঘর শ্রোত্রিয় যথা,—চারি ঘর গৌতম এবং কোয়ারিপুর, নীলপুর, সাগাঞী ও বোলপুর, এই চারি গ্রামের শুদ্ধ শ্রোত্রিয়গণ (১)।

মধ্যরাঢ় সমাজের ৮ঘর শ্রোত্রিয়—ভরদ্বাজ, পরাশর ও আলম্যান গোত্রজগণ এবং আঙ্গি-

(১) "চত্বারো গৌতমীয়া বিদিতা বলুপুরে নীলপূর্ব্বঃ পুরশ্চ
তদ্বাসী চ সাগাঞী কোয়ারিপুরবাসী মৌলিকাস্তে সমানাঃ ॥"৫ (অচ্যুতকারিকা)
"বর্দ্ধমানের শ্রোত্রিয় শুন অষ্টঘর।
কোয়ারিপুর নীলপুর গৌতম চারি ঘর ॥৩৫
সাগাঞি বলুপুরে এরা শুদ্ধ শ্রোত্রিয়।
চিরকাল পাবে এরা তের বুড়ি সারী ॥"৩৬ (গ্রহবিপ্রকুলবি°)

রসি, বল্লাল, লাশিগ্রাম, কলিগ্রাম ও এঁশোভেদা এই কয় গ্রামবাসী গ্রহবিপ্রগণ, এই আট ঘর মৌলিক বলিয়া গণ্য। (২)

কায়তি সমাজের ৮ ঘর শ্রোত্রিয়—নেউয়াড়, বৈনান, গেঁট্যা, জয়পুর, গুইর, মেরিপুর, নসিপুর ও কামারহাটী এই অষ্ট গ্রামবাসী মৌলিকগণ। (৩)

বালী সমাজের বাৎস্য গোত্রজ দেবীবরই প্রধান কুলীন ও গোষ্ঠীপতি ছিলেন, তাঁহার পুত্র সন্তান না থাকায় তাঁহার দৌহিত্র মৌদ্গল্য-গোত্রজ অচ্যুত আচার্য্যপদ ও গোষ্ঠীপতিত্ব লাভ করেন। তাঁহার অধীনেও আটঘর শ্রোত্রিয় ছিল। কিন্তু বিপ্লবপ্রযুক্ত বালী ও ষারহাটা সমাজের অষ্ট ঘর শ্রোত্রিয় স্বস্থান-চ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন, সে জন্য এই দুই সমাজের শ্রোত্রিয় অষ্ট ঘরের পরিচয় কুলগ্রন্থে পাওয়া যায় নাই।

প্রতি সমাজের উক্ত অষ্ট ঘর শ্রোত্রিয়ের কুলমর্য্যাদা ৷৫ বুড়ি। ইঁহারা শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ও শ্রেষ্ঠ মৌলিক বলিয়া সমাজে গণ্য। এতদ্ভিন্ন প্রতি সমাজে কএক ঘর কষ্ট শ্রোত্রিয় বা পচামৌলিক আছেন, তাহাদের কুলমর্য্যাদা তিন পণ। (৪) সমাজে ইঁহাদের সম্মান না থাকায়, কুলগ্রন্থে ইঁহাদের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

উপরে যে পাঁচ সমাজের কুলমর্য্যাদা বর্ণিত হইল, তন্মধ্যে কায়তি-সমাজসম্ভূত মৌদ্গল্য-গোত্রজ বুদ্ধিমন্তের বংশে গোকুল ঘটকের সন্তানবর্গের ও তাঁহাদের যূথের মধ্যবর্ত্তী ওঝা, দেশমুখ ও শ্রোত্রিয়গণের কুলমর্য্যাদার পার্থক্য লক্ষিত হয়। পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, গোকুল ঘটক কলিজান, চৈতন্য ও শ্রীপতিকে লইয়া বালিগড়ে মেল বদ্ধ করেন। তাঁহার মেল-বন্ধনের পূর্ব্বে বাতাভুলবাসী কলিজান ওঝার চৌদ্দ বুড়ি (৷১০) মান, এঁগোভেদার গৌতম গোত্র চৈতন্য* দেশমুখের সাড়ে তের বুড়ি (৷৭॥০) এবং বালীগড়বাসী পরাশর

(২) "আঙ্গীরসির্ভরদ্বাজো বল্লালশ্চ পরাশরঃ।
লাসিগ্রামঃ কলিগ্রাম এঁশোভেদস্তথৈব চ॥৭
আলম্যানৈকগোত্রেণ মৌলিকাষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
এতেষাং মধ্যরাঢ়স্য আচার্য্যশ্চ জনার্দ্দনঃ॥"৮ (অচ্যুতকারিকা)

(৩) "আটঘর শ্রোত্রিয় শুন কায়তির।
নেউয়াড় বইনান গেঁটা জয়পুর॥৪৯
গুইর মেরিপুর নসিবপুর আর কামারহাটী।
সারী কড়ি তের বুড়ি ঘর পরিপাটী॥" ৫০ (গ্রহবিপ্রকুলবি০)

(৪) "আটঘর ভিন্ন আর শ্রোত্রিয় যত।
তিন পণ সারী কড়ি আছে নিয়মিত॥"৫১ (গ্রহবিপ্রকুলবিচার)

* "চৈতন্য গৌতমগোত্র এঁসোভেদায় স্থান।
শিবরাম সন্তান তার অন্তরাড়ে ধাম॥" (কুলানন্দকারিকা)

গোত্র শ্রীপতির † তিন (৶০) পণ মাত্র কুলমর্য্যাদা ছিল, ইঁহারা কয়জনে যূথবদ্ধ হইলে গোকুল ঘটক আপনার কুলমর্য্যাদা।০ চারি পণ স্থানে।৶০ ছয় পণ, বাতাগুলের ৶১০ স্থানে চারি পণ, এঁসোভেদার গৌতমের ৶৭৷৷০ স্থানে ৶১৭৷৷০ এবং বালিগড়ের পরাশরগোত্র শ্রীপতির ৶০ স্থানে ৶১০ বাড়াইয়া লইলেন। এই যূথভুক্ত গ্রহবিপ্র-সন্তানগণ অদ্যাপি এই নিয়মে চলিয়া থাকেন, কিন্তু অপরে কেহই এরূপ কুলমর্য্যাদা স্বীকার করেন না, তাঁহারা বরং গোকুলঘটকের কার্য্য "কুলে আঘাত" বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। (৫)

কুল-পঞ্জিকাসমূহ হইতে প্রধান প্রধান রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্রগণের যতদূর বংশাবলী পাওয়া গিয়াছে, পরবর্ত্তি কএক পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল।

† "শ্রীপতি পরাশর গোত্র ব্যাসের সন্তান।
শ্রীপতি মহীপতি দুই সহোদর জান॥
আমরুলে মহীপতি করিলেন বাস।
চাষা অপবাদে তার মান হইল নাশ॥
বালীগড়ে শ্রীপতি করিলেক বাস।
বিদ্যার প্রভাবে তার বড়ই প্রতাপ॥" (কুলানন্দকারিকা)

(৫) বুদ্ধিমন্ত বংশ মধ্যে গোকুল বুদ্ধিমান্।
যূথ করে বাড়াইতে আপনার মান॥৭০
বালীগড় বাতাগুল ওঝা লইয়া যূথ।
কুলমান নষ্ট করেন ঘটকের স্থত॥৭১
চারি পণে ছয় পণ বাড়াইয়া কড়ি।
বিদায়ের সময়েতে করে হুড়াহুড়ি॥৭২
চৌদ্দ বুড়ি বাতাগুলে সাড়ে তের বুড়ি।
বালীগড়ের তিন পণ নিয়ম সারী কড়ি॥৭৩
ঘটকের চারি পণ আছে কুল মান।
নিয়ম সারী ঘুচাইলে কুলের অপমান॥৭৪
দশ দশ গণ্ডা বেশী তিন ঘরেতে দিয়া।
আপনার ছয় পণ দুপণ বাড়াইয়া॥৭৫
এ কথা জিজ্ঞাসা কর কুলীনের ঠাঁই।
যূথ মধ্যে তারা দিবে অন্যে দিবে নাই॥৭৬
যারা পেলে বেশী কড়ি তারা বেশী দিবে।
যূথ মাত্র হল কেবল কুলে আঘাত করে॥" ৭৭ (গ্রহবিপ্রকুলবিচার

* নবাই সন্তান করিল কোটালেতে বাস। স্থানভ্রষ্ট কুলনষ্ট বলে নিঃসন্তান ॥

† প্রথম পক্ষের পুত্র মুকুন্দরাম ছিল। দ্বিতীয় পক্ষেতে গোকুল বলাই হইল ॥ ৬৭
ত্যজ্যপুত্র মুকুন্দরাম রতিনাথের ছিল। এ কারণে মুকুন্দের বাস ছামনাপুরে হ'ল ॥ ৬৮

‡ রঘুএর প্রপৌত্র অচ্যুত বালীতে করেন বাস। সেই হতে কোতরঙ্গ বালী ডাকের প্রকাশ ॥

§ অচ্যুতের বৈমাত্র জগদীশ্বর মহাশয়। দ্বিতীয় পক্ষেতে গদাধরের তনয় ॥ ৫৮
দ্বিতীয় পক্ষের সংসার মৌলিকের ঘরে। খুরুট গ্রামেতে বাস নাম বীরেশ্বরে ॥ ৫৯
তাহার কন্যার গর্ভে জগদীশ্বরের উৎপত্তি। এ কারণ হিংসা নাই অচ্যুতের সম্পত্তি ॥ ৬০
জগদীশ্বর আচার্য্যের আমতায় বসতি। আমুয়ামুলুকে আদি তাহার সন্ততি ॥ ৬১

মৌদ্গল্যগোত্র।

(১)

(পূর্ব্ববংশাবলির একদেশ)

মৌদ্গাল্য গোত্র।

(২)

* "কমলাকান্তের দুই পুত্র গীতাব মাতাব নাম। কবিতাশক্তিতে কবিবল্লভ আখ্যান॥"

† "বাসুদেব নিঃসন্তান কাটার মেরে ম'ল। তার পর বাদশোল্লীর গোবিন্দকে হইল॥"

‡ "নিতাইর পুত্র সজপুরে রহিল। চৈতন্যের পুত্র তিনি পারুলেতে গেল॥"

§ "নন্দদুলালের এক পুত্র মহেশ তার নাম। বিদ্যালঙ্কার উপাধি তার অশেষ গুণধাম॥
রাইচরণ সন্তানবর্গে রাইরূপে খ্যাতি। গোবিন্দপুরেতে তাদের চিরকাল বসতি॥
মৌদ্গল্যগোত্র সাবি চারিপণ মান। সভামধ্যে গোষ্ঠীপূজা চিরকাল পান॥" (গ্রহবিপ্রকুলবিচার)

কাশ্যপগোত্র।
পৃথু বৃহজ্জ্যোষী
(কোট-মৌড়েশ্বরে বাস)
স্বরূপ (কুমারহট্ট)
চিরঞ্জীব (কুমারহট্ট)
বিষ্ণুবিশ্বাস (সাজনুর)
বৃন্দাবন (চিত্রকূট)
ভাস্কর
বিক্রম (বাতাভুল)
কেশব
কলিজান (সাজনুরে বাস ভঙ্গ)
শালগ্রাম
সদানন্দ
গণপতি। (দ্বিতীয়পক্ষে)
কার্ত্তিক কৃপা মুকুন্দ মাধব মধু বনমালী
গৌর
গণপতি (প্রথম পক্ষে)
বলরাম (নিঃসন্তান)
ভৈরব
শশিধর ওঝা
দণ্ডপাণি চক্রপাণি শূলপাণি তারা বৃহস্পতি
(পুত্রের বাস সেঞাতি) (বর্দ্ধমান) (শ্রীপুর) (দামোদরপার)
দামোদর (কসবায়ণ) কংসারি বল্লভ
২য় জগন্নাথ (কাশীপুর)
১ম দেবীবর (বসংপুর)
চৈতন্য
জয়রাম (পুত্রের কলিগ্রামে বাস)
বল্লভ (সন্তানের বাস মল্লভূম পাত্রসায়র)

ঘৃতকৌশিক।
নৃসিংহ কাশ্যপটি।
(ঋষ্যশৃঙ্গপুরে বাস)
বলভদ্র
বৈরাট
বৃষধ্বজ
পুরুষোত্তম
হরি
(পাথাইহাটে বাস)
নীলকণ্ঠ চক্রদত্ত
যদু
জানকী
লক্ষ্মণ
রাম
(নিঃসন্তান)
বেণী
বংশীধর
(নিগনে বাস)
মনোহর
(মঙ্গলকোট)
মাধব
(জজান)
ঋষি
(অম্বিকা)
প্রজাপতি
বৃহস্পতি
শ্রীনিবাস
কমলাকান্ত
কবিবল্লভ
রঘুনাথ
নয়ান
কাশ্যপগোত্র।
দ্বারহাটার গোষ্ঠীপতি।
আচার্য্য কনকেশ্বর মজুমদার
ধনঞ্জয়
গোপীনাথ
হরি
পণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি ৫
সূর্য্যদাস
হৃদয়
বৈদ্যনাথ
শ্রীরাম
(সিংটীগ্রামে বাস)
দুর্গাদাস
(আকনায় বাস)
ভবানী
(আকনায় বাস)
বাণীনাথ
চণ্ডী
মধু
গোবিন্দ
রাধাবল্লভ
শ্রীবল্লভ
প্রসাদ
শিব
(দোগাছীতে বাস)
শ্যাম
(পলিয়ানপুরে বাস)

রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্রগণের বর্ত্তমান সমাজ।

অধুনাতন বর্দ্ধমান,কায়তি ও বালী এই তিন সমাজ রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্রগণের মধ্যে খ্যাত। এই তিন সমাজে বহু সুপণ্ডিত ও জ্যোতির্বিদ্ জন্মগ্রহণ করায় এখনও লোকে এই তিন সমাজকেই প্রধান বলিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, বালীসমাজে মৌদ্গল্যগোত্র-সম্ভূত অচ্যুত আচার্য্য বা গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। তিনি যে কেবল মাতামহের সমুদয় সম্পত্তি লাভ করিয়া সমাজে মান্যগণ্য হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তৎকালে তিনি বঙ্গদেশে একজন অদ্বিতীয় জ্যোতির্বিদ্ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত বলিয়া গণ্য ছিলেন। সে সময়ে তিনি "অচ্যুত পঞ্চানন" নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রবাদ এইরূপ যে, শনিগ্রহের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। একদিন অচ্যুত পণ্ডিত কমণ্ডলু লইয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন, এমন সময় পথে ছদ্মবেশী শনিগ্রহ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'অচ্যুত পণ্ডিতের বাড়ী কোন্ দিকে ?' পঞ্চানন কহিলেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি স্নান করিয়া আসিয়া বাড়ী দেখাইয়া দিতেছি। শনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তিনি কিরূপ গণনা করিতে পারেন, বলিতে পার ?' অচ্যুত উত্তর করিলেন, 'আমিই সেই ব্যক্তি। আপনি কি জন্য আসিয়াছেন ?' শনৈশ্চর তাঁহাকে কহিলেন, 'আমি গণাইতে আসিয়াছি, আপনি প্রশ্ন করুন।' তখনও অচ্যুতের স্নান হয় নাই। তিনি কহিলেন, 'আমি তৈল মাখিয়াছি, তৈলাক্ত শরীরে গণনা করিতে পারি না।" শনি তখন তাঁহার হস্তস্থিত কমণ্ডলু দেখাইয়া বলিলেন যে, ঐ কমণ্ডলুর জল মাথায় দিয়া আমার ইচ্ছা পূর্ণ করুন, আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। কি করেন, অচ্যুতকে সেই কমণ্ডলুর জলই মাথায় দিয়া গণনায় বসিতে হইল। শনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বল বিপ্র! আমার অভিপ্রায় কি ?' অচ্যুত গণিয়া বলিলেন, 'দেবতাবিষয়ক প্রশ্ন।' 'সে কোন্ দেব ? আর তিনি এখন কোথায় ?' উত্তর—'সেই দেবতা শনৈশ্চর, এখন তিনি জম্বুদ্বীপে উপস্থিত।' শনি আবার প্রশ্ন করিলেন, 'জম্বুদ্বীপের কোন্ দেশে কোন্ গ্রামে ও কোন অংশে এখন তিনি আছেন ?' পঞ্চানন এবার গণিয়া উত্তর করিলেন, 'গৌড়-দেশে ভাগীরথীতীরে ক্রোশ মধ্যে তিনি রহিয়াছেন।' আবার প্রশ্ন হইল, 'আমায় কি তাঁহাকে দেখাইতে পার ?' এবার গণিতে গণিতে অচ্যুত পঞ্চাননের সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল! তাঁহার আর জানিতে বাকী রহিল না যে, স্বয়ং শনৈশ্চর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। এখন কৃতাঞ্জলিপুটে অচ্যুত সূর্য্যপুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে, আপনি দ্বিজরূপী ভগবান্ রবিপুত্র। আমার যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে তাহা ক্ষমা করুন, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। শনিগ্রহ সহাস্যে কহিলেন, 'বিপ্র! তোমার গণনায় আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছি ; অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। পঞ্চানন করজোড়ে কহিলেন, 'আমার কিছুই চাহিবার নাই। যাহা আপনার ইচ্ছা, তাহাই প্রদান করুন।' তখন শনিগ্রহ এই বর দিলেন, দেখ, এই বঙ্গদেশে আজ হইতে তোমার পঞ্জিকাই সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে।

তাহাতে তোমার যথেষ্ট অর্থলাভ হইবে। তোমার বংশধরগণ মহাপণ্ডিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শী হইবে। তোমাকে এই বর দিলাম। আর দেখ, আমার দৃষ্টিতে গণেশের মাথা গিয়াছিল, আজ দয়া করিয়া তোমার মাথা লইলাম না। কিন্তু আমি যে তোমায় দেখিয়াছি, তাহার নিদর্শন চাই। তোমার বাম চক্ষুটি লইব।' এই বলিবামাত্র চারিদিক্ ধূলিময় ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। অচ্যুত মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক দেখিলেন যে, তাঁহার বামচক্ষু গিয়াছে। যাহা হউক, তিনি গঙ্গায় আসিয়া স্নান ও সন্ধ্যাবন্দনা শেষ করিয়া ফিরিলেন। অল্পদিন মধ্যেই শনির বাক্য সফল হইল। অচ্যুত-পঞ্চাননের বংশে অনেক সুপণ্ডিত ও জ্যোতির্ব্বিদ্ জন্মগ্রহণ করেন।* তন্মধ্যে অচ্যুতপুত্র ভবানীচরণ ও গঙ্গারাম, তদ্বংশীয় মদন তর্কচূড়ামণি, প্রভুরাম বিদ্যার্ণব ও তৎপৌত্র রামেশ্বর বিদ্যাসাগর, চিকিৎসকশিরোমণি ঠাকুরদাস ও কালীচরণ, রাধাকৃষ্ণ শিরোমণি ও আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্ অম্বিকাচরণ জ্যোতীরত্ন প্রভৃতি মহাত্মগণের নাম উল্লেখযোগ্য। অচ্যুতবংশীয় কএকজন প্রধান ব্যক্তির বংশাবলী পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল ;—

* "পঞ্চাননাখ্যায় যোঽসৌ বঙ্গভূমৌ সুবিশ্রুতঃ। শনেরনুগ্রহাৎ খ্যাতির্যস্য দেশান্তরেষপি॥
একদা স্নাতুকামোঽসৌ মধ্যাহ্নেঽচ্যুতপণ্ডিতঃ। কমণ্ডলুং গৃহীত্বা চ গঙ্গাং যাতুং প্রচক্রমে॥
অত্রান্তরে ছদ্মবেশী দ্বিজরূপী শনৈশ্চরঃ। পপ্রচ্ছ তমথাপৃচ্ছদচ্যুতভবনস্য বৈ॥
ততস্তস্য বচঃশ্রুত্বা প্রত্যবাদীদথাচ্যুতঃ। এষ পন্থা অচ্যুতস্য গৃহং যাতি মহামতে॥
কিঞ্চিৎকালঃ প্রতীক্ষ্যোঽসৌ নাধুনা বর্ত্ততে গৃহে। স্নানায় প্রস্থিতস্তাবদচ্যুতঃ শৃণু সত্তম॥
অথাব্রবীদ্বিপ্রস্তঃ শ্রূয়তাং বচনং মম। কীদৃশী গণনা চাস্য কথ্যতাং যদি বেৎসি ভোঃ॥
তচ্ছ্রুত্বা অচ্যুতঃ প্রাহ অহমস্মি দ্বিজর্ষভ। অচ্যুতঃ কথ্যতাং তাবৎ কিমর্থমাগতো ভবান্॥
তদাকর্ণ্য বচঃ প্রাহ সবিতুস্তনয়স্তু তৎ। দৃষ্ট্বা ত্বমচিরাদ্বিপ্র মম নেত্রপথং গতঃ॥
* * * * * * * *
পুনঃ পৃষ্টোঽচ্যুতস্তেন সবিতুস্তনুজন্মনা। কুত্র দেশে কুত্র গ্রামে কুত্রাংশেঽস্তি শনৈশ্চরঃ॥
ভূয়োঽপি গণয়িত্বা তমচ্যুতঃ প্রাহ সত্বরম্। গৌড়ে ভাগীরথীতীরে ক্রোশমধ্যে শনৈশ্চরঃ॥
তৎ শ্রুত্বা বিস্মিতঃ প্রাহ শনিরচ্যুতপণ্ডিতম্। তৎ প্রদর্শয় মাং বিপ্র যত্রাস্তি স শনৈশ্চরঃ॥
ভূয়োঽপি গণয়িত্বা স কম্পান্বিতকলেবরঃ। প্রসন্নো ভব মে দেব গ্রহশ্রেষ্ঠ কৃপাময়॥
যদ্যয়মপরাধঃ স্যাৎ তৎ ক্ষমস্ব গ্রহর্ষভ। ত্বামহং শরণং প্রাপ্তো ব্রূহি কিং করবাণি তে॥
তদাকর্ণ্য শনিঃ প্রাহ মাভৈষী গ্রহভূসুর। প্রীতশ্চাস্মি মহাভাগ দৃষ্ট্বা তে গণিতাগমম্॥
বরং বরয় মে বিপ্র তুভ্যং দাস্যামি মা চিরং। অচ্যুতস্তু তদাকর্ণ্য প্রাহ তং বিনয়ান্বিতঃ॥
ন প্রার্থয়িষ্যে ভগবন্ ত্বৎসকাশে মদীপ্সিতং। তুভ্যং যদ্রোচতে তদ্বং সংপ্রদেহি গ্রহর্ষভ॥
ততস্তু শনিনা প্রোক্তং শৃণু বাক্যং দ্বিজর্ষভ। ভূয়স্তে চার্থলাভস্তু তথা ভুবি ভবশ্চ তে॥
অদ্যারভ্য প্রচারস্তে পঞ্জিকায়া বিশেষতঃ। ভবিষ্যতি বঙ্গভূমৌ সর্ব্বত্র নাত্র সংশয়ঃ॥
তব বংশোদ্ভবা বিপ্র ভবিষ্যন্তি মহাধিয়ঃ। জ্যোতিঃশাস্ত্রে মহাপ্রাজ্ঞাঃ প্রশ্ননির্ণয়কোবিদাঃ॥" ইত্যাদি।

(কুলপঞ্জিকাধৃত অচ্যুতচরিত)

বালীর দেশমুখ।

বালীর দেশমুখ সমূহের মধ্যে বাৎস্যগোত্র কেশব পাঠকের নামই প্রসিদ্ধ। তাঁহার বংশধরগণই বালীসমাজের দেশমুখ বলিয়া সম্মানিত। এই বংশে নবকিশোর নামে এক-ব্যক্তি প্রধান পণ্ডিত ও দলপতি হইয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন রামকান্ত আচার্য্য বর্দ্ধমানরাজের সভাপণ্ডিত ও তৎপুত্র রামজয় ভূকৈলাসরাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। রামজয় ও তাঁহার অনুজ রামদুলালের বংশেও অনেক সুপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইদানীন্তন কালে মধুসূদন আচার্য্যের পুত্র ডাক্তার উমেশচন্দ্র আচার্য্য বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, সচ্চরিত্র ও সাধারণের উপকারী বলিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। বালীর দেশমুখবংশের একদেশ পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল।

* ইঁহারা অদ্বিতীয় জ্যোতির্বিদ্ ও নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন।
+ পঞ্জিকাগণনায় অদ্বিতীয় ছিলেন, ইনি "রাত্রদিনোজ্জ্বল" নামে জ্যোতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।
‡ পঞ্জিকা প্রস্তুত করেন।
§ একজন প্রধান জ্যোতির্বিদ্, নবাবকে সন্তুষ্ট করিয়া চক্রবেড় গ্রাম জায়গীর পান।
¶ জ্যোতিঃশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ইনি নানা জ্যোতিগ্রন্থ রচনা করিয়া সাধারণের উপকার করিয়াছেন।

বালীর গৌতমগোত্র।

পূর্ব্বোক্ত বাৎস্যগোত্রজগণ বালীর দেশমুখ বলিয়া গণ্য হইলেও কুলগ্রন্থে তাঁহারা দেশমুখ বলিয়া বর্ণিত হন নাই। কুলগ্রন্থে গৌতমগোত্রজগণই দেশমুখ বলিয়া সম্মানিত হইয়াছেন। এজন্য বালীসমাজভুক্ত বর্ত্তমান বেলুড়গ্রামবাসী গৌতমগোত্রীয়গণ অনেকেই আপনাদিগকে দেশমুখের সমতুল্য বলিয়া পরিচয় দেন। বেলুড়ের গৌতমগোত্রীয় আচার্য্য-গণ ওঝার বংশ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই বংশে যে সকল সদাশয় ব্যক্তি জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দেওয়ান রামচন্দ্র আচার্য্যের নামই বিখ্যাত। সন ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে বেলুড় গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বড়লাটের দেওয়ান হইয়াছিলেন, তাই 'দেওয়ান রামচন্দ্র' বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। তিনি গরিবের মা বাপ ছিলেন। তাঁহার আয়ের অধিকাংশই গরীবের জন্য ও সৎকার্য্যে ব্যয় হইত। তাঁহারই ব্যয়ে ও উদ্যোগে সিমলা পাহাড়ের প্রসিদ্ধ কালীমন্দির সুসংস্কৃত হয়। গত ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে গ্রামবাসীর যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার কামাখ্যানাথ আচার্য্য নিজ সুচিকিৎসাগুণে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন। তিনি মেডিকেল স্কুলের জন্য রবার্ট সাহেবের পুস্তক হইতে 'প্রাক্‌টিস্ অব্ মেডিসিন্' নামক একখানি সুন্দর পুস্তক বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। [অপর পৃষ্ঠায় বংশাবলী দ্রষ্টব্য।]

বালীর রায়-বংশ।

বালীসমাজে মৌদ্গল্যগোত্রজ রায়বংশেও অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত ও মহাশয় ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। এই বংশে সর্ব্বপ্রথম গোঁসাঞী দাস রায় নবাব-সরকার হইতে 'রায়' উপাধি লাভ করেন। তাঁহার প্রপৌত্র তিতু পঞ্চানন একজন অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন, তৎপুত্র রামহরি সিদ্ধান্তের নামও জ্যোতিষি-সমাজে সুপরিচিত। রামহরির অনুজ কালীপ্রসাদ, কালীপ্রসাদের প্রপৌত্র রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর কলিকাতার ছোট আদালতের একজন বিচারপতি ছিলেন। তাঁহার সুবিচার, দয়া, দাক্ষিণ্য ও উদারতায় সকলেই তাঁহার গুণানুরাগী হইয়াছিলেন। তিনি নিজ উপার্জ্জনের অধিকাংশই দীন-দুঃখীর সেবায় ও সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন। কন্যার বিবাহ-ব্যয় নিবারণ করিবার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যুতে সে উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় নাই। [অপর পৃষ্ঠায় মৌদ্গল্য রায় বংশের একদেশ দ্রষ্টব্য।]
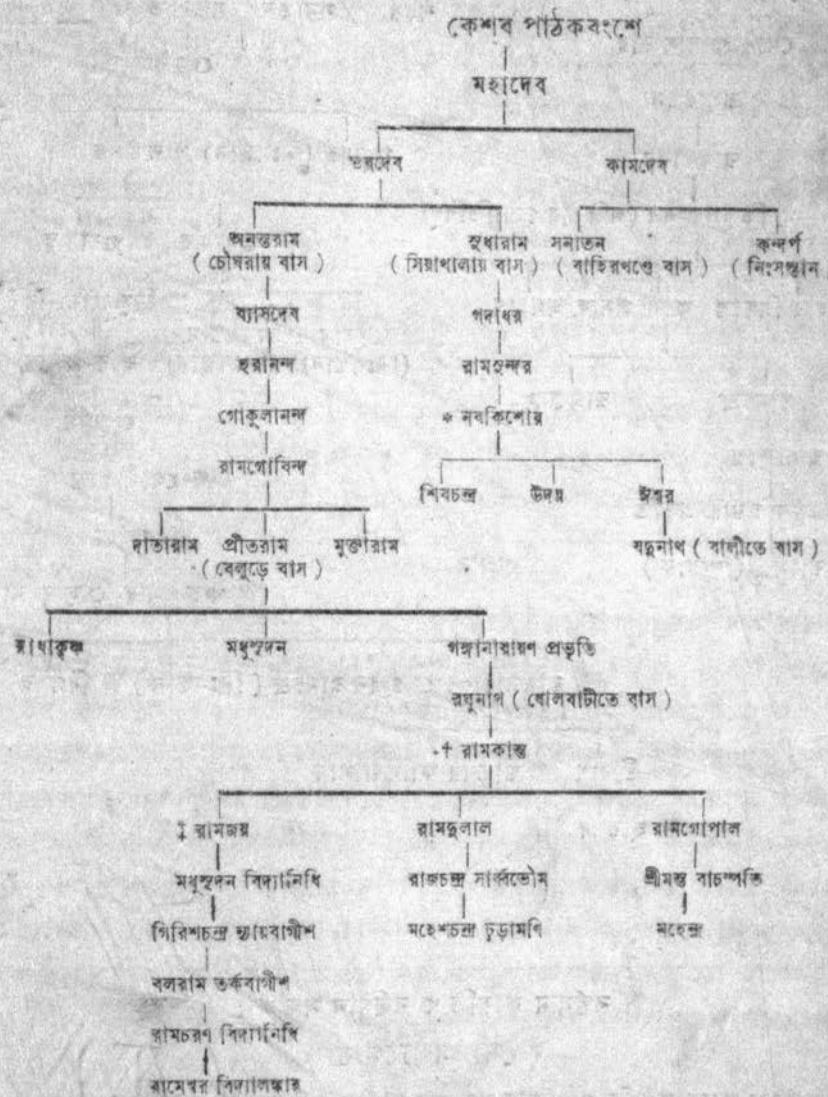
বাৎস্যগোত্রজ বালীর দেশমুখবংশ।

* একজন প্রধান পণ্ডিত ও দলপতি।　† বর্দ্ধমানরাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন।
‡ কৃষ্ণকেলাসরাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

বর্ত্তমান কায়তি ও বর্দ্ধমান সমাজ।

(মৌদ্গল্যগোত্র)
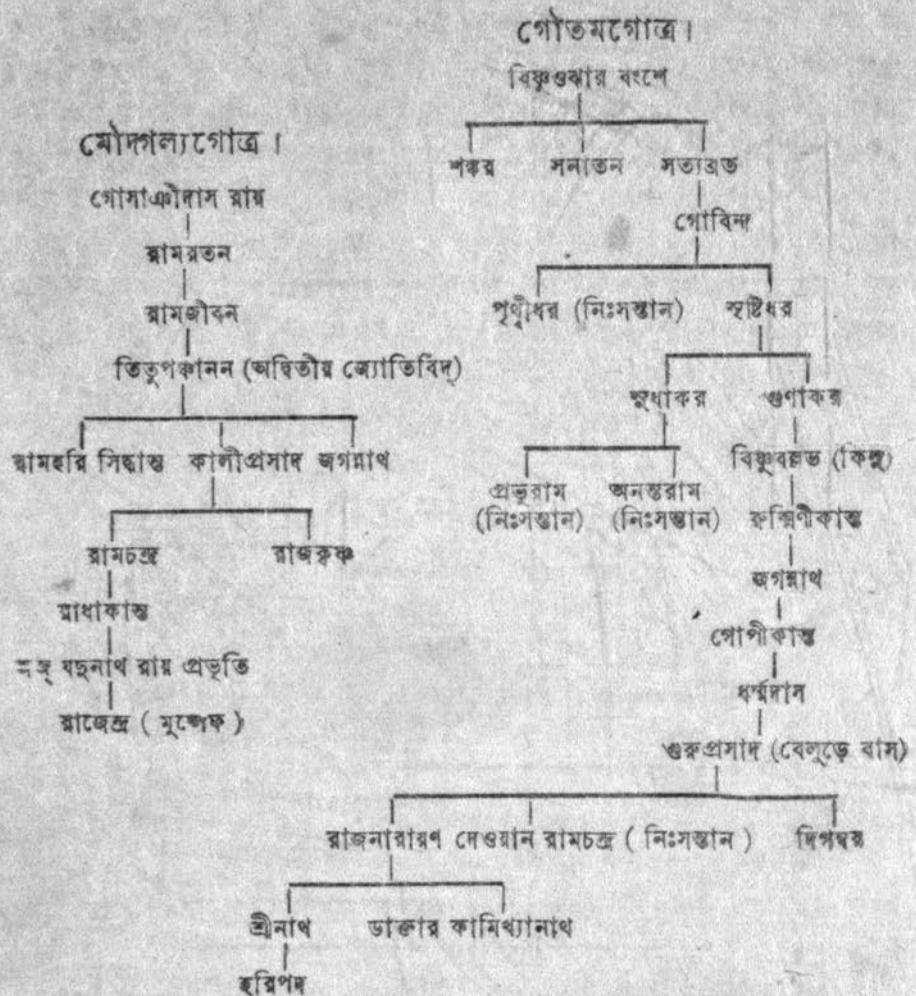
বর্ত্তমান কালে কায়তি ও বর্দ্ধমান সমাজের পার্থক্য লক্ষিত হয় না। কায়তি-সমাজের আচার্য্যগণ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুরে বাস করায় এখন অনেকেই যেন বর্দ্ধমান সমাজভুক্ত হইয়া প'ড়য়াছেন। গোবিন্দপুরবাসী মুকুটরায়ের বংশই প্রধান, এই বংশেই প্রসিদ্ধ খোঞ্জিপতি মহেশ বিদ্যালঙ্কার জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহার বংশলতা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত

হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন লোকনাথ আচার্য্যের ৮ম পুরুষ আচার্য্য বলরামের বংশধরগণ যাঁহারা এখন গোবিন্দপুরে বাস করিতেছেন, তাঁহারাও গোষ্ঠীপতি বা প্রধান কুলীন বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। সমাজে তাঁহাদের সম্মানও আছে। এই বংশে বিখ্যাত পণ্ডিত দুর্গাচরণ রায় জন্মগ্রহণ করেন, ইনি মুর্শিদাবাদের নবাব-সরকারে প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্ ও ব্যাকরণের অধ্যাপক ছিলেন, পণ্ডিত সমাজে ইনি 'ভট্টাচার্য্য' উপাধি লাভ করেন, অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ ভট্টাচার্য্য উপাধিতে ভূষিত। [নিম্নে বংশাবলীর একদেশ দ্রষ্টব্য।]

অচ্যুত পঞ্চাননের বৈমাত্রেয় জগদীশ পণ্ডিত কায়তি-সমাজভুক্ত ছিলেন। তাঁহার বংশেও অনেক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। [নিম্নে বংশাবলীর একদেশ দ্রষ্টব্য।]

মৌদ্গল্যগোত্র।

গোবিন্দপুরের ভরদ্বাজ গোত্র।

ভরদ্বাজগোত্র গ্রহবিপ্রসমাজে তেমন সম্মানিত নহেন, কারণ এই গোত্রের কেহ আচার্য্য বা গোষ্ঠীপতি, ওঝা অথবা দেশমুখ হইতে পারেন নাই। সামাজিকের নিকট সম্মানিত না হইলেও বর্দ্ধমান জেলাস্থ গোবিন্দপুরের ভরদ্বাজগোত্র বিদ্যার প্রভাবে বহুদিন হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই গোত্রের হরিহর চক্রবর্ত্তী প্রথমে গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। তিনি বিদ্বান্, সদাশয় ও গণনায় পটু ছিলেন বলিয়া গ্রামবাসীর নিকট যথেষ্ট সমাদর লাভ করেন। তাঁহার বংশে কবিবল্লভ নামে এক সুকবি জন্ম লইয়াছিলেন, তিনি বঙ্গভাষায় 'গোবিন্দবিজয়' রচনা করেন। গোবিন্দপুরের নিকটবর্ত্তী কাশিয়াড়ায় তাঁহার বাস ছিল, এখন তাঁহার বংশাভাব ঘটিয়াছে। কবিবল্লভের অনুজ বলরামও একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন, তৎপুত্র ভোলানাথ নিজ নামে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভোলানাথের ভ্রাতুষ্পুত্র হরিদেব বিদ্যানিধি বর্দ্ধমানের রাজজ্যোতিষী হইয়াছিলেন। তিনি নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার জ্যোতির্বিদ্যায় বিমুগ্ধ হইয়া বর্দ্ধমানাধিপতি তাঁহাকে ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর দান করিয়াছিলেন। হরিদেবের এতই নাম ডাক হইয়াছিল যে, তাঁহার প্রভায় হরিহর চক্রবর্ত্তীর নাম প্রায় লুপ্ত হইল, এই সময় হইতেই সকলে হরিদেব বিদ্যানিধির নামেই বংশপরিচয় দিতে লাগিলেন।

হরিদেব নানা করণগ্রন্থ আলোচনা করিয়া সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মতে পঞ্জিকা গণনা করিতে থাকেন। তাঁহার বংশধরগণও তৎপ্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া আজও পঞ্জিকা প্রস্তুত করিতেছেন। হরিদেবের চারি পুত্রই পিতার ন্যায় জ্যোতিঃশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ছিলেন। এই চারি পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ বৃন্দাবন তর্কভূষণ বর্দ্ধমান-রাজসভায় পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। তিনি যে সারণী প্রস্তুত করেন, তদ্দৃষ্টে অদ্যাপি পঞ্জিকা মুদ্রিত হইয়া থাকে। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রামতারণ তর্কবাগীশ এখনও জীবিত আছেন, এই বৃদ্ধ নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, নানা গদ্য-পদ্যগ্রন্থ রচয়িতা ও বর্দ্ধমানাধিপ মহাতাব্ চন্দ বাহাদুরের মহাভারতশালার দারোগা ছিলেন, এখনও বর্দ্ধমান রাজসরকার হইতে বৃত্তি ভোগ করিয়া থাকেন।

বিদ্যানিধির দ্বিতীয় পুত্র সূর্য্যদেব সিদ্ধান্তও একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার দুই স্ত্রী। প্রথম পক্ষের ভার্য্যার গর্ভে অচ্যুতানন্দ প্রভৃতি চারি পুত্র এবং দ্বিতীয়-পত্নীর গর্ভে হেমানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সকল পুত্রই জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। অচ্যুতানন্দ বিদ্যাবাগীশের পুত্র সচ্চিদানন্দ, তৎপুত্র যশোদানন্দ একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন। বর্দ্ধমানরাজ তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন এবং সর্ব্বদাই নিকটে রাখিতেন। তিনি একজন তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তাঁহার জীবানন্দ জ্যোতিঃশেখর প্রভৃতি চারি পুত্র। পুত্রগণ সকলেই জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ।

অচ্যুতানন্দের কনিষ্ঠ সহোদর অমৃতানন্দও একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী ছিলেন, তাঁহার পৌত্রগণ মধ্যে মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন গণনাবিদ্যায় খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

হরিদেবের তৃতীয় পুত্র রামতনু বিদ্যালঙ্কার, তৎপুত্র পূর্ণানন্দ ন্যায়ভূষণ নৈয়ায়িক ও প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ছিলেন। ন্যায়ভূষণ কলিকাতাস্থ পাথুরিয়াঘাটায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কালীনাথ তর্করত্ন কলিকাতার বিদ্বৎসমাজে সুপরিচিত, ও নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। কলিকাতায় পঞ্জিকাবিভ্রাট্ উপস্থিত হইলে সংস্কৃতকলেজে পণ্ডিত ও জ্যোতিষিকমণ্ডলীর যে মহাসভা হইয়াছিল, সেই সভায় কালীনাথ সভাপতি হইয়াছিলেন। অল্পদিন হইল, তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

হরিদেব বিদ্যানিধির দৌহিত্রগণও গোবিন্দপুরে মাতামহদত্ত জমিতে বাস করিতেছেন। তাঁহারা কুলীন বলিয়া সম্মানিত ও ঘোষাল উপাধিযুক্ত।

[পর পৃষ্ঠায় হরিদেবের বংশাবলী দ্রষ্টব্য।]

আধুনিক বংশ।

(সাবর্ণগোত্র)

বর্ত্তমানকালে রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্রসমাজে বহু সাবর্ণগোত্র দেখা যায়; অথচ এই শ্রেণীর কুলগ্রন্থে সাবর্ণ গোত্রের উল্লেখ নাই, এমন কি দশগোত্রের মধ্যে সাবর্ণগোত্র গৃহীত হয় নাই। অনেকের বিশ্বাস, কনোজাগত রাঢ়ীয় সাবর্ণগোত্রের কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ কারণে গ্রহবিপ্রদিগের সহিত সম্বন্ধ করিতে বাধ্য হন। এই সম্বন্ধসূত্রে তাঁহার বংশধরগণ গ্রহবিপ্র বলিয়া গণ্য ও গ্রহবিপ্রসমাজভুক্ত হন। যে সময়ে গোবিন্দ অথবা কুলানন্দ কুলবিধি প্রচার করেন, তৎকালেও সাবর্ণগোত্রের সহিত সম্বন্ধ ঘটে নাই, তাহা হইলে অবশ্য কুলগ্রন্থে সাবর্ণগোত্র গৃহীত হইত। সমাজ ভঙ্গের পর রাঢ়ীয়দিগের মধ্যে সাবর্ণগোত্র আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। সেই জন্য নিতান্ত আধুনিক কোন কোন কুলগ্রন্থে "নরোত্তমশ্চ সাবর্ণ এতেষাং গোত্রনির্ণয়ঃ।" এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়।

রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্রগণ সকলেই সামবেদী।

ভরদ্বাজগোত্র।
হরিহর চক্রবর্ত্তী
(গোবিন্দপুরবাসী)
কালিদাস
চূড়ামণি
(তদ্বংশে)
দুর্গাচরণ
কবিবল্লভ (নিঃসন্তান)
বলরাম
শ্রীরাম
অকিঞ্চন (নিঃসন্তান)
ভোলানাথ (নিঃসন্তান)
রাধাকৃষ্ণ
রামরাম (নিঃসন্তান)
মহাদেব
হরিদেব বিদ্যানিধি
(বর্দ্ধমানের রাজজ্যোতিষী)
দেবনাথ হীরামণি
নরোত্তম বিশারদ
রামলোচন ন্যায়বাগীশ
সূর্য্যদেব সিদ্ধান্ত
রামতনু বিদ্যালঙ্কার
বৃন্দাবন তর্কভূষণ
মাণিক্যচন্দ্র
(১ম পক্ষে)
(২য় পক্ষে)
পূর্ণানন্দ ন্যায়ভূষণ
মাণিক্যচন্দ্র
বিষ্ণুচন্দ্র
রামতারণ তর্কবাগীশ
হেমানন্দ
রামেশ্বর ন্যায়রত্ন
কালীনাথ তর্করত্ন (পাথুরিয়াঘাটা)
অচ্যুতানন্দ বিদ্যাবাগীশ
ব্রহ্মানন্দ
অমৃতানন্দ
মথুরানাথ তর্কচূড়ামণি
তারানাথ
তারাপ্রসন্ন
রামতনু
রামরাম
দুর্গানন্দ
সচ্চিদানন্দ
বেণীনাথ
সাধুচরণ
মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন
উমানাথ
যশোদানন্দ বিদ্যাসাগর
উমেশচন্দ্র
জীবানন্দ জ্যোতিঃশেখর
প্রাণানন্দ কবিভূষণ
ধীরানন্দ কাব্যনিধি
মঙ্গলানন্দ

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ত্রিবেণী-সমাজ।

দক্ষিণ রাঢ়ে পূর্ব্বোক্ত নদীয়া-বঙ্গ-সমাজ ও রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্র-সমাজ হইতে পৃথক্ আর একটি সমাজ রহিয়াছে, তাহার নাম ত্রিবেণী-সমাজ। এই সমাজের কিরূপে উৎপত্তি হইল? এই সমাজভুক্ত সামাজিকগণের আদিপুরুষগণ কোথা হইতে আসিলেন? তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

এই ত্রিবেণী-সমাজ চারি মেলে বিভক্ত—যথা উত্তর মেল, দক্ষিণ মেল, পূর্ব্ব মেল ও পশ্চিম মেল। এতন্মধ্যে দক্ষিণ মেলই প্রথম বলিয়া গণ্য।

১ম—ত্রিবেণী, দীর্ঘশুই, তেলাগু, পাণ্ডুয়া, চাঁপারই, ইলছোবা-মণ্ডলাই, কুলটী, সিঙ্গের-কোণ, হাসনহাটী, তেহাটা, স্নানপুর, আনখোল, চাঁগ্রাম, বেলুন, মহানাদ, ওঁচাইপোলুবা, দ্বারবাসিনী, গোয়াই, রামেশ্বরপুর, নারায়ণপুর, গুড়োপ, বৈচি, দাসপুর, পোটবা, হুগলী, ফরাসডাঙ্গা, বেজরা, বৈষ্ণবাটী, বলাগড় ও কাঁকুড়ে সজপুর এই সকল স্থান দক্ষিণ মেলের অন্তর্গত।

২য়—নাটাগোড়, গুপ্তিপাড়া ও সাতগাছিয়া উত্তর মেলের অন্তর্গত।

৩য়—হালিসহর বা কুমারহট্ট পূর্ব্ব মেলের অন্তর্গত।

৪র্থ—কাল্না পশ্চিম মেলের অন্তর্ভুক্ত।

এই চারি মেলের মধ্যে কএক ঘর কুলীন, কএক ঘর সিদ্ধশ্রোত্রিয় কয়েক ঘর কষ্ট-শ্রোত্রিয় বলিয়া গণ্য। এক সময়ে এই সমাজে অনেক কৃতি জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের চেষ্টাতেই সমাজবন্ধন ঘটিয়াছিল, কিন্তু অধুনাতন অধি-কাংশেরই বংশ বিলুপ্ত।

১ম দক্ষিণ মেল।

কুলীন।—দক্ষিণ মেলে ভরদ্বাজগোত্রীয় পঞ্চানন শিরোমণির বংশই কুলীন বলিয়া সম্মানিত। তাঁহার আট পুত্র—তন্মধ্যে ১ম হরিদাস তর্করত্ন নিবাস বেলুন, ২য় নরোত্তম সিদ্ধান্ত সাং চাঁগ্রাম, ৩য় গোবর্দ্ধন বিদ্যাবাগীশ সাং বলাগড়, ৪র্থ সাগরচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ৫ম শূলপাণি ভট্টাচার্য্য সাং কাঁকুড়ে সজপুর, ৬ষ্ঠ কংশারি স্মৃতিরত্ন সাং নাটাগোড়, ৭ম বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী সাং বেজরা, ৮ম উদয়গিরি বেদান্তরত্ন সাং পোটবা। এই ৮ জনের বংশ লইয়াই দক্ষিণ মেলে আট ঘর কুলীন। উক্ত আটজনের মধ্যে ৪র্থ সাগরচন্দ্রের এক্ষণে বংশ নাই। ৮ম উদয়গিরির বংশধরগণ এক্ষণে পোটবা, ফরাসডাঙ্গা, কালনা ও আনকোলে বাস করিতেছেন।

সিদ্ধশ্রোত্রিয়।—দক্ষিণ মেলের সিদ্ধ শ্রোত্রিয়গণের যে যে গোত্র যে যে গ্রামে বাস করেন, তাহা বলিতেছি:—

ভরদ্বাজ গোত্র—ইলছোবা-মণ্ডলাই, বেলুন, দাসপুর।

মৌদ্গল্য—বেলুন, তেলাণ্ড।

শাণ্ডিল্য—তেলাণ্ড, মহানাদ, বৈষ্ণবাটী।

বাৎস্য—মহানাদ, দ্বারবাসিনী, বৈঁচি, দাসপুর, ত্রিবেণী।

কাশ্যপ—গোঁয়াই, হাবুশপুর।

গোতম—দাসপুর।

ঘৃতকৌশিক—কুলটী।

পরাশর—রামেশ্বরপুর, নারায়ণপুর।

ইলছোবা-মণ্ডলাইর ভরদ্বাজগোত্রীয় সদারাম বিদ্যাবাগীশের পুত্র শিবচন্দ্র বিদ্যানিধি একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার টোলে অনেক ছাত্র ব্যাকরণ ও জ্যোতিষ অধ্যয়ন করিত। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমার শিরোমণি একজন তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তাঁহার ৩য় পুত্র নবকৃষ্ণ তর্কসিদ্ধান্ত, ৪র্থ জগচ্চন্দ্র বিদ্যানিধি, ৫ম ঈশ্বরচন্দ্র চূড়ামণি ও ৬ষ্ঠ মৃত্যুঞ্জয় সিদ্ধান্ত, ইঁহারা সকলেই জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে প্রথমে তিনি মূর্খ ছিলেন, একদিন তাঁহার মাতার নিকট বিশেষ তিরস্কৃত হইয়া গৃহত্যাগ করেন, কোন তীর্থস্থানে যাইয়া লক্ষ শিবপূজা করিয়া সিদ্ধ হন এবং অবশেষে একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। রামকুমার শিরোমণির জ্যেষ্ঠ পুত্র মহানন্দ জ্যোতিশেখর, ইনি একজন নিষ্ঠাবান্ জ্যোতিবিদ্ ছিলেন, প্রশ্ন-গণনায় ইঁহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই ইঁহার নিকট কোষ্ঠী গণনা করাইতেন, তাহাতে মহানন্দের যথেষ্ট আয় হইত। ইনি অনেক সৎকার্য্য করিয়াও পুত্রাদির জন্ম যথোচিত সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার মধ্যম পুত্র চারুচন্দ্র জ্যোতিষী এখন পিতৃকার্য্য চালাইতেছেন।

দাসপুরের গৌতমগোত্রীয় গ্রহবিপ্রগণের পূর্ব্বপুরুষ রামকানাই বর্দ্ধমানরাজ হইতে রায়চৌধুরী উপাধি লাভ করেন। কুলটীর ঘৃতকৌশিকগোত্রে শ্রীধর তর্কচূড়ামণি নামে একজন মহাপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীধরের পুত্র দুর্গাচরণ বিদ্যানিধি, তৎপুত্র প্রসিদ্ধ হলধর বিদ্যানিধি, ইনিই সর্ব্ব প্রথম "দাওার কোং" দ্বারা পঞ্জিকা ছাপাইয়া বাঙ্গালা দেশে প্রচার করেন।

কষ্ট শ্রোত্রিয়।—দীর্ঘশূইর পরাশর গোত্র, এবং পাণ্ডুয়া, ওঁচাইপোলবা ও তেহাটার ঘৃতকৌশিক গোত্র কষ্টশ্রোত্রিয় বলিয়া গণ্য। কষ্টশ্রোত্রিয়গণের মধ্যে দীর্ঘশূই নিবাসী চুনিলাল তর্করত্ন ব্যাকরণ ও জ্যোতিষশাস্ত্রে বিখ্যাত ছিলেন।

উত্তর মেল।

কুলীন।—নাটাগোড় ও গুপ্তিপাড়ার শাণ্ডিল্য-গোত্রজ বৃহজ্জ্যোষী উপাধ্যায়-বংশ উত্তর মেলে কুলীন বলিয়া গণ্য। এই মেলের কুলীনগণের মধ্যে পণ্ডিত গুণনিধি বিদ্যানিধির নাম বিখ্যাত। তাঁহার বংশে অনেক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন এবং নবাব সরকার হইতে ভূসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়।—নাটাগোড়ের কর উপাধিধারী কাশ্যপগোত্র, গুপ্তিপাড়ার দেশমুখ্য-উপাধিধারী পরাশরগোত্র এবং সাতগাছিয়ার ভরদ্বাজগণ এই মেলের সিদ্ধশ্রোত্রিয়।

পূর্ব্ব-মেল।

হালিসহর বা কুমারহট্টের গ্রহবিপ্রগণ এই মেলভুক্ত, তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি।

কুলীন।—ওঝা উপাধিধারী শাণ্ডিল্য ও ঘৃতকৌশিক গোত্রীয়গণই কুলীন, ইহাদের মধ্যে আবার শাণ্ডিল্য ওঝাগণ গোষ্ঠীপতি বলিয়া সম্মানিত। কুলীনগণের মধ্যে ঘৃতকৌশিক নীলমণি জ্যোতীরত্ন ও শাণ্ডিল্য মদনচন্দ্র শিরোমণির নামই প্রসিদ্ধ। মদনচন্দ্র তান্ত্রিক-সাধক বলিয়াও খ্যাত ছিলেন।

সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়।—পরাশরগোত্রীয় দেশমুখ্য বংশ, সাবর্ণগোত্রীয় গাংকুলি * বংশ, বাৎস্য-গোত্রীয় ঘোষালবংশ ও শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বৃহজ্জ্যোষী বা বড়জোষী বংশ সিদ্ধশ্রোত্রিয় বলিয়া গণ্য। এতন্মধ্যে গাংকুলি-বংশে রঘুদেব বিদ্যাসাগর ও শিবচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেশমুখ্য-বংশে অভয়াচরণ বাচস্পতি এবং ঘোষাল-বংশে নন্দলাল জ্যোতীরত্ন † প্রভৃতি অনেক খ্যাত-নামা পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কষ্টশ্রোত্রিয়।—কাশ্যপগোত্রীয় কর ও মল্লিকবংশ কষ্টশ্রোত্রিয় বলিয়া গণ্য।

এই সমাজের বৃদ্ধগণের মুখে শুনা যায় যে, রাঢ়ী ও বৈদিকশ্রেণীর কোন কোন ব্রাহ্মণ এই সমাজভুক্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে মৌদ্গল্যগোত্রীয় বৈদিকগণ অদ্যাবধি এই সমাজে "বৈদিক" উপাধি ধারণ করিতেছেন।

পশ্চিম-মেল।

কাল্‌নার গ্রহবিপ্রগণ পশ্চিম মেলভুক্ত, তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। এখানকার ঘৃত-কৌশিকগোত্রীয় ওঝা-বংশ কুলীন এবং ভরদ্বাজ ও পরাশরগোত্রীয়গণ সিদ্ধশ্রোত্রিয় বলিয়া পরিচিত। ওঝা-বংশের পূর্ব্বপুরুষ সদানন্দ জ্যোতীরত্ন কাল্‌নাস্থ বর্দ্ধমান-রাজবাটীর সভা-পণ্ডিত ছিলেন। এই বংশে অনেক খ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদ্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আজও এই বংশের বিশ্বনাথ ওঝা বর্দ্ধমান-রাজবাটী হইতে মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন। দেশ-মুখ্যবংশের হরিশ্চন্দ্র শিরোমণির নাম উল্লেখযোগ্য।

---

* গঙ্গার কূলে বাসহেতু "গাংকুলি" উপাধি হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখন রাঢ়ীশ্রেণীর "গাঙ্গুলি" উপাধি ব্যবহার করিতেছেন।

† নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র ইহার গ্রহগণনায় বিমুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে ৭২ খানি মৌজায় উৎপন্ন ধান্য বৃত্তি করিয়া দিয়াছিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বারেন্দ্র শাকদ্বীপি-ব্রাহ্মণসমাজ।

রাজশাহী, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, পাবনা প্রভৃতি জেলায় বারেন্দ্র-শাকদ্বীপিগণের বাস। রাঢ়ীয় গ্রহবিপ্রগণের ন্যায় ইঁহাদের তেমন প্রাচীন সুপ্রণালীবদ্ধ কুলগ্রন্থ নাই, ইঁহাদের মধ্যে দুই একজন বৃদ্ধ কুলজ্ঞদিগের নিকট হইতে কতকগুলি কুলপরিচায়ক পাতড়া পাওয়া যায়, তাহা হইতেই বারেন্দ্র-গ্রহবিপ্রগণের যৎসামান্য কুলপরিচয় সংগৃহীত হইয়াছে। বারেন্দ্র-গ্রহবিপ্রদিগের ঐ সকল পাতড়ায় লিখিত আছে—

"শাকদ্বীপাং সুপর্ণেন আনীতা দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
শাকদ্বীপীতি বিখ্যাতো জম্বুদ্বীপে বভূব হ॥"

শাকদ্বীপ হইতে গরুড় যে সকল ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন, জম্বুদ্বীপে তাঁহারাই শাকদ্বীপী নামে বিখ্যাত। বারেন্দ্র-গ্রহবিপ্রগণ তাঁহাদেরই সন্তান। নদীয়া-বঙ্গসমাজের কুলগ্রন্থে যেরূপ শশাঙ্করাজ কর্তৃক গৌড়ে গ্রহবিপ্রানয়নপ্রসঙ্গ বিবৃত হইয়াছে, বারেন্দ্র-গ্রহবিপ্রদিগের কাহারও কাহারও নিকট ঐরূপ পাতড়া দেখা যায়, তদনুসারে কোন কোন বারেন্দ্র আচার্য্য বলিয়া থাকেন যে, শশাঙ্করাজের সময়েই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সরযূতীর হইতে বারেন্দ্র দেশে শশাঙ্করাজের গ্রহযজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য আগমন করেন। তাঁহাদিগের যজ্ঞপ্রভাবে ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া রাজা শশাঙ্ক তাঁহাদিগকে সস্ত্রীক আসিয়া এদেশে বাস করিতে অনুরোধ করেন ও তাঁহাদের স্বচ্ছন্দ-ভরণপোষণের জন্য উপযুক্ত ভূসম্পত্তি প্রদান করেন। এইরূপে রাজা কর্তৃক সম্মানিত হইয়া আট জন গ্রহবিপ্র বারেন্দ্র ভূমে আসিয়া বাস করেন। এখন রাজশাহী জেলায় যে আটঘর কুলীন গ্রহবিপ্র আছেন, তাঁহারা রাজা শশাঙ্ক কর্তৃক আনীত অষ্ট গ্রহবিপ্রের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। পরবর্ত্তী কালে ভিন্ন স্থানের গ্রহবিপ্রগণ আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। নদীয়া-বঙ্গসমাজ ও বারেন্দ্র-গ্রহবিপ্রগণের কুলবিবরণ আলোচনা করিলে মনে হয় যে, নদীয়া-বঙ্গসমাজ এই বারেন্দ্র-গ্রহবিপ্রসমাজ হইতেই বাহির হইয়াছেন। ইদানীন্তন নদীয়া-বঙ্গসমাজের কোন কোন পণ্ডিত আপনাদিগকে শাকদ্বীপী হইতে ভিন্ন ও সরযূপারী নামে এক স্বতন্ত্র শাখার গ্রহবিপ্র বলিয়া পরিচয় দিতে উদ্যত হইয়াছেন, সে কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। কিন্তু বারেন্দ্র-গ্রহবিপ্রগণের কুলবিবরণ ও রাজা শশাঙ্ককর্তৃক তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আগমন-ঘটনা বিচার করিয়া দেখিলে নদীয়া-বঙ্গসমাজের শ্রেষ্ঠ-বংশসমূহকেও শাকদ্বীপি-ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণ করিতে আর কোন আপত্তি থাকে না।

বারেন্দ্র-গ্রহবিপ্রদিগের মধ্যে মৌদ্গল্য, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, সাবর্ণ, আলম্যান, ভরদ্বাজ ও গর্গ এই অষ্টঘর কুলীন বা প্রাচীন বংশসম্ভূত।

এতদ্ভিন্ন কৌশিকাদি গোত্রও দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা বেশী নয়।

বারেন্দ্র গ্রহবিপ্রদিগের মধ্যে ঋগ্বেদী, যজুর্ব্বেদী ও সামবেদী এই কয় প্রকার বেদ। আছে, তবে সামবেদীর সংখ্যাই কিছু অধিক। সাধারণতঃ জ্যোতিঃশাস্ত্রচর্চ্চা ও চিকিৎসাদি এই শ্রেণীর উপজীবিকা। গৃহ্যসূত্রোক্ত নিয়মে ইঁহাদের সংস্কারাদি সম্পন্ন হয়। এই শ্রেণীর শাকদ্বীপীয়গণই স্ব-সমাজে পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন।

বারেন্দ্র শাকদ্বীপিগণের মধ্যেও অনেক বিখ্যাত পণ্ডিতবংশ রহিয়াছে। তন্মধ্যে রাজশাহী জেলাস্থ শ্রীখণ্ডার মৌদ্গল্যগোত্র যজুর্ব্বেদী দেবনাথ ও শিবনাথ, কালীগ্রামের কাশ্যপগোত্র যজুর্বেদী কালীনাথ বাচস্পতি আচার্য্য ও মৌদ্গল্যগোত্র সামবেদী জগমোহন আচার্য্য বাচস্পতি, ঐ কালীগ্রামের শাণ্ডিল্যগোত্র সামবেদী অঘোরনাথ বিদ্যালঙ্কার, ঐ গ্রামের ঋগ্বেদী বাৎস্যগোত্র রামদেব বিদ্যানিধি, দুবলহাটীর মৌদ্গল্যগোত্র যজুর্বেদী কৃষ্ণনাথ বিদ্যাবাগীশ, ঘোষ গ্রামের সামবেদী শাণ্ডিল্যগোত্র আচার্য্য, আড়ানীর সামবেদী সাবর্ণ ও শাণ্ডিল্যগোত্র আচার্য্য এবং দীঘাপতিয়ার যজুর্বেদী রাজজ্যোতিষী কাশ্যপগোত্র আচার্য্যবংশ, গোয়ালদীঘীর সামবেদী আলম্যানগোত্র ও কসবার বাৎস্যগোত্রীয় কবিরাজবংশ, টাঙ্গাইল ও পাবনা সমাজের কাশ্যপগোত্রজ হৃদয়রাম ও শ্রীমুখ আচার্য্য, ভরদ্বাজগোত্রজ হরিনারায়ণ ন্যায়বাগীশ, মৌদ্গল্যগোত্র কেবলরাম বাচস্পতি, বাৎস্যগোত্র কেবলরাম ন্যায়বাগীশ এবং শাণ্ডিল্য-গোত্র শম্ভু শিরোমণি প্রভৃতির নাম ও তত্তদ্বংশ উল্লেখযোগ্য।

উক্ত খ্যাত বংশ-সমূহের মধ্যে শ্রীখণ্ডার মৌদ্গল্য দেবনাথ বিদ্যাবাগীশ ও শিবনাথ বিদ্যানিধি নাটোরের রাজজ্যোতিষী ছিলেন, উভয়ে নাটোরাধিপ রামজীবন ও প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর প্রসাদে বহু ব্রহ্মোত্তর লাভ করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের দৌহিত্র-বংশ কালীগ্রামবাসী কাশ্যপগোত্র আচার্য্যগণের নিকট রাণীভবানী প্রদত্ত সনন্দ রহিয়াছে। বিশ্বনাথ উপাধ্যায় দেবনাথ বিদ্যাবাগীশের পুত্র, তাঁহার জ্যোতিষশাস্ত্রাভিজ্ঞতা ও গণনা-কুশলতার প্রবাদ নাটোরে বৃদ্ধগণের মুখে অদ্যাপিও শুনা যায়। কালীগ্রামের জগমোহন বাচস্পতি পণ্ডিত ও একজন প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্ ছিলেন। দিনাজপুরাধিপ তাঁহার গণনায় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পুরুষানুক্রমে কালীগ্রামস্থ কালীমাতা-বিগ্রহের জ্যোতিষি-পণ্ডিতপদে নিযুক্ত করেন, এখনও তাঁহার বংশধরগণ এই পদ ভোগ করিতেছেন।

দুবলহাটীর যজুর্বেদী কৃষ্ণনাথ বিদ্যাবাগীশ জ্যোতিষাদি নানা শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। কথিত আছে, দুবলহাটী-রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ জ্যোতিষগণনার জন্য কৃষ্ণনাথ বিদ্যাবাগীশকে আনয়ন করেন এবং তাঁহার সংসারনির্ব্বাহের জন্য যথেষ্ট ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনাথের বংশধরগণ এখনও সেই সম্পত্তির কতক কতক ভোগ করিতেছেন।

ঘোষ-গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র আচার্য্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার চিকিৎসার সুখ্যাতি এখনও স্থানীয় বৃদ্ধগণের মুখে শুনা যায়। আড়ানীর কৃষ্ণমোহন

...র পুত্র নবীনচন্দ্র ও শাণ্ডিল্য ত্রৈলোক্যনাথ আচার্য্য এখনও কবিরাজী করিয়া ...ছেন। টাঙ্গাইল-সমাজের সভারাম শিরোমণির পৌত্র জয়রাম সিদ্ধান্ত মুক্তাগাছার সভাপণ্ডিত ছিলেন, তৎপুত্র জানকী জ্যোতীরত্ন পিতৃপদে নিযুক্ত আছেন।

বঙ্গদেশীয় শাকদ্বীপিগণের উপাধি।

বঙ্গবাসী শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও নদীয়া-বঙ্গসমাজ এই কয় শ্রেণীর যেরূপ পরিচয় পাইয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই কয়শ্রেণীর মধ্যে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উপাধিগুলি দৃষ্ট হয় :—

আচার্য্য, ওঝা, কর, গাংকুলি, ঘোষাল, চৌধুরী, জোষী, দেশমুখ বা দেশমুখ্য, দৈবজ্ঞ, ভট্টাচার্য্য, মজুমদার, মল্লিক, রায়, রায়চৌধুরী, বড়জোষী, বৈদিক ও হালদার।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

এ দেশে কোন কোন বৈদিক ও কনোজাগত শ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণসন্তান 'গণক' নাম শুনিলেই যেন কিছু অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন। গ্রহবিপ্রগণ বলেন, "জ্যোতিঃশাস্ত্রের ব্যবসায় লইয়া ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতাই ঐরূপ ঘৃণাপ্রকাশের কারণ। পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজা ও ভূম্যধিকারিগণের জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহারা জ্যোতিষী গ্রহবিপ্রের নির্দ্দেশ অনুসারে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। শাকদ্বীপীয় গ্রহবিপ্রগণের ঐরূপ প্রতিপত্তিই রাজসভায় অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের একান্ত অসহ্য হইয়াছিল। তাঁহারা কেবল ব্যবহারে বা কার্য্যে ঈর্ষা প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। এমন কি, পবিত্র শাস্ত্র মধ্যেও শ্লোক সকল প্রক্ষিপ্ত করিয়া বিদ্বেষের চরম পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।" গ্রহবিপ্রগণ যে কারণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, ইহা যে সম্যক্ প্রকৃত, তাহা আমরা মনে করি না। শাকদ্বীপী গ্রহবিপ্রদিগকে অনেকে গণকজাতি বলিয়া মনে করেন। শাস্ত্রে গণকের নিন্দা আছে। এই গণক নামই ঘৃণার কারণ। কিন্তু জানা উচিত যে, গণক ও শাকদ্বীপী গ্রহবিপ্র এক জাতি নহে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে লিখিত আছে,

'লাক্ষালোহাদিব্যাপারী রসাদিবিক্রয়ী চ যঃ।
স যাতি নাগবেষ্টঞ্চ নাগৈর্বেষ্টিত এব চ॥
বসেৎ স্বলোমমানাব্দং তত্রৈব নাগদংশিতঃ।
ততো ভবেৎ স গণকো বৈদ্যশ্চ সপ্তজন্মসু॥
গোপশ্চ চর্ম্মকারশ্চ রঙ্গকারস্ততঃ শুচিঃ।"

যাহারা লাক্ষা ও লৌহাদি এবং রসাদি বিক্রয় করে, তাহারা নাগবেষ্টিত হইয়া নামক নরকে গমন করিয়া থাকে। তাহার পর নিজ গাত্রের লোম-সংখ্যানুসারে নাগদংশ হইয়া তথায় অবস্থান করে। পরে গণক, সপ্তজন্ম বৈদ্য, গোপ, চর্ম্মকার ও রঙ্গকাররূপে জন্মলাভ করিয়া পরে শুচি হয়।

রুদ্রযামলোক্ত জাতিমালায় লিখিত আছে,—

"দেবলাদ্‌গণকো জাতো বৈশ্যাগর্ভসমুদ্ভবঃ।
তস্য বৃত্তিং দদৌ বিপ্র! তিথিবারবিবেচনম্ ॥"

দেবলের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে গণকজাতি উৎপন্ন, তিথি, বার প্রভৃতির গণনা করাই ইহাদের বৃত্তি। আবার পরশুরামোক্ত জাতিমালার মতে,—

"অম্বষ্ঠাদ্‌গণকো জাতো বৈশ্যাগর্ভসমুদ্ভবঃ।
নক্ষত্রতিথিযোগাদিগ্রহনির্ণয়কারকঃ ॥"

অম্বষ্ঠের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে গণকজাতি উৎপন্ন, তাহারা নক্ষত্র, তিথি, যোগ ও গ্রহাদির নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তেও লিখিত আছে,—

"বিপ্রশ্চ জ্যোতির্গণনাদ্বেতনাচ্চ নিরন্তরম্।
বেদাধ্যায়পরিত্যক্তো বভূব গণকো ভুবি ॥"

ব্রাহ্মণ যদি সর্ব্বদা জ্যোতির্গণনা ও তজ্জন্য বেতন গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বেদাধ্যয়নহীন হইয়া গণক বলিয়া গণ্য হন। বাস্তবিক অধিকাংশ ধর্ম্মশাস্ত্রেই সাধারণ ব্রাহ্মণের পক্ষে জ্যোতির্গণনা রূপ ব্যবসা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রকার সুমন্ত লিখিয়াছেন, "সাংবৎসরিকোঽপাঙ্‌ক্তেয়ঃ" অর্থাৎ সাংবৎসরিক বা গণক অপাঙ্‌ক্তেয়, তাহার সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহারাদি করিবে না। আবার কশ্যপ বলেন,—

**"ভ্রূণহন্তৄংশ্চ ব্যঙ্গান্ নক্ষত্রসূচকান্।
বর্জয়েদ্‌ব্রাহ্মণানেতান্ সর্ব্বকর্ম্মসু যত্নতঃ ॥"

ভ্রূণহত্যাকারী, কুটিলাঙ্গ ও নক্ষত্রসূচক এই সকল ব্রাহ্মণদিগকে সকল কার্য্যেই পরিত্যাগ করিবে।

মহাভারতে লিখিত আছে,—

"কুশীলবো দেবলকো নক্ষত্রৈর্যশ্চ জীবতি।
এতানিহ বিজানীয়াদ্‌ব্রাহ্মণান্ পংক্তিদূষকান্ ॥"

নট, বেতন লইয়া দেবপূজাকারী এবং যাহারা নক্ষত্র, গ্রহ প্রভৃতি গণনা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এই সকল ব্রাহ্মণকে পংক্তিদূষক বা অপাঙ্‌ক্তেয় বলিয়া জানিবে।

যদিও পূর্ব্বোক্ত জাতিমালাদি হইতে যে গণকের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, তাহারা সঙ্কর জাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ নহে, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে নক্ষত্রজীবী যে সকল গণকের উল্লেখ

...হইতেছে, তাহারা ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু নিন্দিত। স্বকর্ম্মত্যাগ করিলে ও স্বধর্ম্মপালন করিলে নিন্দিত হইতে হয়। সাধারণ ব্রাহ্মণের পক্ষে জ্যোতিষের ব্যবসা নিষিদ্ধ। কেবল হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া নহে, ব্রহ্মজালসূত্র প্রভৃতি পালি বৌদ্ধশাস্ত্রেও ব্রাহ্মণের জ্যোতিষ-ব্যবসা নিন্দিত হইয়াছে। নিন্দিত বা নিষিদ্ধ আচরণ দ্বারাও বিশুদ্ধ-জাতি বর্ণ-সঙ্কর বলিয়া গণ্য হয়। মনুসংহিতায় আছে—

"স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ।"

এই মনুবাক্য অনুসরণ করিলে শেষোক্ত নক্ষত্রজীবী ব্রাহ্মণও বর্ণসঙ্কর বলিয়া গণ্য হইবেন। বোধ হয় এইরূপ নিন্দিত কর্ম্ম দ্বারাই নক্ষত্রসূচী গণকেরা বিভিন্ন জাতি-মালায় সঙ্করবর্ণ মধ্যেই গণ্য হইয়াছে, তাই বোধ হয় গণকেরা ব্রাহ্মণসমাজে হেয় ও ঘৃণার পাত্র।

বর্ত্তমান আচার্য্য গ্রহবিপ্রেরা সাধারণের নিকট গণক বলিয়া পরিচিত। এই গণক নাম থাকাতেই ব্রাহ্মণ-সমাজে তাঁহারা যেন শ্রেষ্ঠ সম্মানলাভে বঞ্চিত। এখন কথা হইতেছে, জাতিমালায় গণক ও ধর্ম্মশাস্ত্রে যে নক্ষত্রসূচীর উল্লেখ আছে, বর্ত্তমান শাকদ্বীপী গ্রহবিপ্রগণ কি সেই শ্রেণীভুক্ত হইবেন? তাহা সম্ভবপর নহে। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, জাতিমালার গণক ও পুরাণোক্ত শাকদ্বীপী কখনই একজাতি নহে। এ সম্বন্ধে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে (৯ম অঃ) লিখিত আছে—

"শাকদ্বীপাৎ সুপর্ণেন চানীতো যশ্চ দেবলঃ।
তস্মাদ্বৈ গণকো জাতো বৈশ্যায়াং বাদকোঽপি চ॥"

গরুড় শাকদ্বীপ হইতে যে দেবল ব্রাহ্মণ আনিয়াছিল, সেই দেবলের ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভে গণক ও বাদক উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রমাণ দ্বারাই গণক ও শাকদ্বীপী গ্রহবিপ্র ভিন্ন জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু এখানে কেহ কেহ বলিতে পারেন, যখন ধর্ম্মশাস্ত্রে 'দেবল' ব্রাহ্মণেরা নিন্দিত হইয়াছেন, এরূপ স্থলে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে শাকদ্বীপি-গণও যখন 'দেবল' বলিয়া অভিহিত, তখন ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে ইঁহারাও নিন্দিত হইতেছেন। বেতন লইয়া যাঁহারা দেবপূজা করেন, তাঁহারাই দেবল। অবশ্য এখানে বলিতে হইতেছে যে, গ্রহ ভিন্ন অপর দেবপূজায় যখন গ্রহবিপ্রের অধিকার নাই এবং কেবল গ্রহপূজার জন্যই যখন ইঁহাদের সৃষ্টি হইয়াছে, তখন ইঁহাদিগকে 'দেবল' বলিব কিরূপে?

গ্রহযামলে লিখিত আছে,—

"গ্রহাণামর্চ্চনাদ্ধেতোঃ শাকদ্বীপসমুদ্ভবঃ।
ব্রহ্মবক্ত্রাত্তবেজ্জন্ম দৈবজ্ঞো ব্রাহ্মণো ধ্রুবং॥
সত্যে গ্রহদ্বিজাঃ পূজ্যাস্ত্রেতায়াং সাগ্নিকাঃ দ্বিজাঃ।
নাড়ীক্ষা দ্বাপরে বিপ্রা নিরগ্নিব্রাহ্মণাঃ কলৌ॥"

অর্থাৎ গ্রহগণের অর্চ্চনার জন্য ব্রহ্মার মুখ হইতে জাত শাকদ্বীপীয় দৈবজ্ঞ যথার্থই

ব্রাহ্মণ। সত্যযুগে (এই) গ্রহবিপ্রগণ, ত্রেতায় সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ, দ্বাপরে ও কলিকালে নিরগ্নি ব্রাহ্মণেরাই পূজ্য।

উক্ত বিভিন্ন প্রকার ব্রাহ্মণোৎপত্তি সম্বন্ধে ব্রহ্মসিদ্ধান্তে ও গ্রহযামলে লিখিত আ- 'সহস্রশিরা বিরাট্‌পুরুষ সর্ব্বতোভাবে পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া গ্রহগণের শান্তি, তিথি ও অর্চ্চনাদি প্রকাশের জন্ত নিজ মুখ হইতে গ্রহদিগের অংশে ১২৫টী গ্রহবিপ্র সৃষ্টি করেন। ইঁহারা চতুর্ব্বেদসম্পন্ন হইয়া গ্রহব্রাহ্মণ হইলেন। অনন্তর ঐ সকল গ্রহবিপ্রের বিবাহকারণ বিরাট্ পুরুষ স্বীয় মুখ হইতে ১২৫টী কন্যা সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে সংসারী করিলেন। গ্রহবিপ্রগণ যেমন গ্রহাংশে, সেইরূপ সাগ্নিক, নিরগ্নিক ও নাড়ীক এই ত্রিবিধ ব্রাহ্মণ (১২৫ করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ) ৩৭৫ জন বিরাট্ পুরুষের অন্য মুখ হইতে সুরাংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইঁহারাও ব্রহ্মসৃষ্ট ৩৭৫টী কন্যার সহিত বিবাহসূত্রে সম্মিলিত হন।*

গ্রহযামল ও ব্রহ্মসিদ্ধান্তের প্রমাণে বলা যাইতে পারে, যে শাকদ্বীপী গ্রহবিপ্রগণ ব্রাহ্মণ বটে, তবে তাঁহারা সাগ্নিকাদি সুরাংশ ব্রাহ্মণ হইতে ভিন্ন, কিন্তু গ্রহাংশ-ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য। এদেশে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক প্রভৃতি যে সকল ব্রাহ্মণ আছেন, তাহারাই 'সুরাংশ' ব্রাহ্মণ, আর এদেশের শাকদ্বীপী-গ্রহবিপ্রেরাই 'গ্রহাংশ' ব্রাহ্মণ। গ্রহাংশ-ব্রাহ্মণ বলিয়াই সম্ভবতঃ ভবিষ্যপুরাণে গ্রহপ্রধান সূর্য্যাংশে তাঁহাদের জন্ম নির্ণীত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রে যে জ্যোতির্গণনা দ্বারা জীবিকা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা সুরাংশ-ব্রাহ্মণের পক্ষে, গ্রহাংশ ব্রাহ্মণের পক্ষে নহে। কারণ ভবিষ্যপুরাণ, সাম্বপুরাণ, গ্রহযামল, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত প্রভৃতি আলোচনা করিলে জানা যায় যে, গ্রহনক্ষত্রাদির তত্ত্বালোচনার ও পরিচর্য্যার জন্যই শাকদ্বীপীয় গ্রহবিপ্রগণের উৎপত্তি, কিন্তু অপর কোন ব্রাহ্মণের গ্রহসেবার জন্য উৎপত্তি হয় নাই। গ্রহযামলে লিখিত আছে,—

"জ্যোতিষাধ্যাপনং পূজা বেদশাস্ত্রপ্রকীর্ত্তনং।
যজ্ঞপ্রতিগ্রহৌ ভিক্ষা ষড়্ গ্রহদ্বিজলক্ষণং॥
এভিঃ ষড়্‌ভির্ব্বিহীনো যো গ্রহবিপ্রঃ সুরেশ্বরি।
অগ্রহব্রাহ্মণঃ প্রোক্তঃ সোঽন্যথা কথয়ামি তে॥"

জ্যোতিষের অধ্যাপন, গ্রহপূজা, বেদশাস্ত্রকথন, গ্রহযজ্ঞ, দানগ্রহণ ও ভিক্ষা গ্রহবিপ্রের এই ছয় লক্ষণ। যে গ্রহবিপ্রের এই ছয়টী নাই, সে অগ্রহ-ব্রাহ্মণ অর্থাৎ তাহাকে গ্রহবিপ্র বলা যায় না। সুতরাং গ্রহসেবাই যখন গ্রহবিপ্রের ধর্ম্ম, সুতরাং ব্রাহ্মণ হইয়াও জ্যোতির্গণনা

* "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সর্ব্বতো ভূমিং সৃষ্ট্বা গ্রহশান্তয়ে তু তিথ্যর্চ্চাদিপ্রকাশতঃ সপাদশতঃমুখতো গ্রহাংশৈশ্চতুর্বেদি-গ্রহব্রাহ্মণান্ সামগানায় তদ্বিবাহার্থং সপাদশতপ্রমিতকন্যকাঃ পরং মুখতঃ সংপাদ্য গৃহীনাসৃজৎ ।……সর্ব্বতো ভূমিং সৃষ্ট্বা সুরসেবার্থং পাদোনচতুঃশতসংখ্যাস্ততঃ সুরাংশৈর্ব্রাহ্মণান্ ত্রিবিধান্ সাগ্নিকনিরগ্নিকনাড়ীকান্ ঋগ্বেদিসামবেদি-যজুর্ব্বেদ্যথর্ব্ববেদিনঃ সংপাদ্যোদ্বাহায় পঞ্চাশাগ্নিপ্রমিতকন্যকা অন্যমুখতঃ কৃত্বোদবসতিনামাসৃজৎ।"

(ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ও গ্রহযামল)

তাঁহাদের পক্ষে নিন্দিত কর্ম্ম নহে। গণক বা নক্ষত্রসূচক শ্রাদ্ধে ...হইয়ানিন্দিত হইলেও ষড়্লক্ষণাক্রান্ত গ্রহবিপ্র কোথাও নিন্দিত বা হীনব্রাহ্মণ গণ্য হয় নাই ; বরং ধর্ম্মশাস্ত্রকার বশিষ্ঠ স্পষ্ট লিখিয়াছেন,—

"ত্রিস্কন্ধ... এব পূজ্যঃ শ্রাদ্ধে সদা ভূসুরবৃন্দমধ্যে।
...সূচী খলু পাপরূপো হেয়ঃ সদা সর্ব্বসু ধর্ম্মকৃত্যে॥"

যাঁহারা জ্যোতিঃশাস্ত্রের স্কন্ধত্রয়ে বিশেষ পারদর্শী, তাঁহারা শ্রাদ্ধকালে সকল ব্রাহ্মণ ...পূজনীয়, কিন্তু যাঁহারা নক্ষত্রসূচী, তাঁহারা পাপরূপ ও সর্ব্বদা সকল ধর্ম্মকর্ম্মে হেয়।

বরাহমিহিরও বলিয়াছেন,—

"গ্রন্থতশ্চার্থতশ্চৈব কৃৎস্নং জানাতি যো দ্বিজঃ।
অগ্রভুক্ স ভবেচ্ছ্রাদ্ধে পূজিতঃ পংক্তিপাবনঃ॥
না সাংবৎসরিকে দেশে বস্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা॥"

যে ব্রাহ্মণ জ্যোতিষের সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তাহার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি শ্রাদ্ধে অগ্রভুক্, পূজিত ও পংক্তিপাবন। যে দেশে এরূপ জ্যোতিষী নাই, মঙ্গলকামী কখনই সে দেশে বাস করিবেন না।

জ্যোতিষী বা গ্রহবিপ্রের এত প্রশংসা, আবার নক্ষত্রসূচীর এত নিন্দা কেন? বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় সেইজন্য বলিয়াছেন,—

"অবিদিত্বৈব যঃ শাস্ত্রং দৈবজ্ঞত্বং প্রপদ্যতে।
স পঙ্‌ক্তিদূষকঃ পাপো জ্ঞেয়ো নক্ষত্রসূচকঃ॥"

যাহারা বাস্তবিক জ্যোতিঃশাস্ত্র না জানিয়াই দৈবজ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, সেই পাপীই অপাংক্তেয় ও নক্ষত্রসূচী বলিয়া গণ্য।

বরাহমিহির আরও লিখিয়াছেন,—

"তিথ্যুৎপত্তিং ন জানন্তি গ্রহাণাং নৈব সাধনম্।
পরবাক্যেন বর্ত্তন্তে তে বৈ নক্ষত্রসূচকাঃ॥" (বৃহৎসংহিতা)

যাহারা তিথিসমূহের উৎপত্তি এবং গ্রহদিগের স্থিতি, গতি ও ফলাফল নির্ণয় করিতে জানে না, পরের কথা শুনিয়া গণকের কাজ চালাইয়া থাকে, তাহারাই নক্ষত্রসূচী।

বোধ হয়, এই সকল নক্ষত্রসূচীগণই মর্য্যাদাহীন হইয়া সমাজে নিন্দিত ছিল, বৈশ্যার গর্ভে তাঁহাদের ঔরসে গণক নামক এক অভিনব সঙ্করজাতির উৎপত্তি হয়। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে এই সঙ্করজাতির প্রসঙ্গ দেখিয়াছি। তাহারা পিতৃব্যবসা চালাইতে তৎপর ; অথচ সঙ্করত্ব-প্রযুক্ত বেদাধ্যয়নে অনধিকারী। তাহারা বেদের অঙ্গ স্বরূপ জ্যোতিষাধ্যয়নেও সমর্থ হইল না, কেবল পরের মুখে শুনিয়া গণনা ব্যবসা চালাইতে লাগিল। এখনও বঙ্গের নানাস্থানে এইরূপ পঞ্জিকাবাহী গণক দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে এই গণকেরা অতি নীচজাতিবৎ ঘৃণিত। এই সকল নীচ গণকদিগের বৃত্তি কতকটা শাকদ্বীপীয় আচার্য্য ব্রাহ্মণগণের মত

এবং শাকদ্বীপীয় গ্রহবিপ্রগণ পূর্ব্বকালে "স.

এই দুই জাতিকে অভিন্ন মনে করিয়া অনেকেহ

করিয়া দেখাইয়াছি, যে গ্রহবিপ্র ও গণক দুইটী ভিন্ন

জাতি শূদ্রগণক বলিয়াই গণ্য ছিল। শূদ্রগণকের হিন্দু-রাজস-

না। পরাশর-সংহিতায় লিখিত আছে,—

"গ্রহবিপ্রমুখাদ্রাজা শৃণুয়ান্নবপঞ্জিকাম্।
হস্তে কৃত্বা ফলং পুষ্পং ন শূদ্রগণকান্ততঃ॥"

অর্থাৎ রাজা হাতে ফলফুল লইয়া গ্রহবিপ্র বা ব্রাহ্মণগণকের নিকট নবপঞ্জিকা শ্রবণ করিবেন, কিন্তু শূদ্রগণকের মুখে শুনিবেন না। রাজসভায় কিরূপ গণক নিযুক্ত হইতেন, এ সম্বন্ধে বৃহস্পতি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ এইরূপে লিখিয়াছেন,—

"ত্রিস্কন্ধং জ্যোতিষাভিজ্ঞং স্ফুটনির্ণয়কারকম্।
শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নং গণকং যোজয়েন্নৃপঃ॥"

ত্রিস্কন্ধ জ্যোতিষ যিনি জানেন, গ্রহদিগের স্ফুট নির্ণয় করিতে পারেন, বেদ যাঁহার পড়া আছে, রাজা এইরূপ গণককেই নিযুক্ত করিবেন।

এইরূপ ত্রিস্কন্ধপারদর্শী গণককে ধর্ম্মশাস্ত্রকার বসিষ্ঠ শ্রাদ্ধে পূজ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সুতরাং রাজসভাস্থ গ্রহবিপ্র বা গণক নিন্দিত ছিলেন না। তাঁহারা গ্রহাংশ ব্রাহ্মণ, সুতরাং গ্রহযজ্ঞাদিতে ও গ্রহদানগ্রহণে তাঁহারাই একমাত্র অধিকারী। সূর্য্যাংশ বা অপরাপর কোন ব্রাহ্মণের গ্রহকার্য্যে অধিকার নাই। তাই বলিতেছি, যদি শাকদ্বীপীয় গ্রহাংশ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন ব্রাহ্মণকে গ্রহচর্য্যারূপ অনধিকার চর্চ্চা করিতে দেখি, অথবা গ্রহবিপ্র বলিয়া যদি তাঁহারা পরিচিত হইবার চেষ্টা করেন, সেই সকল ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই নিন্দিত বা পতিত বলিয়া গণ্য হইবেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ ব্রাহ্মণেরই নিন্দা আছে, কিন্তু গ্রহবিপ্রগণের পক্ষে জ্যোতিষাধ্যয়ন ও গ্রহসেবাই যখন স্বধর্ম্ম, তখন তাঁহারা জ্যোতির্গণনা দ্বারা কখনই নিন্দিত বা পতিত নহেন।

কেহ কেহ আবার এরূপও বলেন যে, যখন শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের ভারতবর্ষে উৎপত্তি হয় নাই, বিশেষতঃ ভবিষ্যপুরাণে যখন তাঁহাদের ভিন্নরূপ বেদের প্রসঙ্গ রহিয়াছে, তখন কিরূপে তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা যাইবে?

কেবল যে ভারতবর্ষেই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নহে। প্রাচীন নানাপুরাণ আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, এক এক সময়ে পুরাণবর্ণিত সপ্তদ্বীপেই চাতুর্ব্বর্ণ্য

*"সাংবৎসরো জ্যোতিষিকো দৈবজ্ঞো গণকোঽপি চ।
গ্রহবিপ্রো দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥
আচার্য্যো ব্রাহ্মণেন্দ্রশ্চ ঘটকঃ সার্ব্ববেদিকঃ।" ইত্যাদি (গ্রহযামল)

...াণ হইতেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ উদ্ধৃত ...ও শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণদিগের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশুদ্ধিতা ...াস দ্বাপরে আদি বেদমন্ত্রসমূহ সংগ্রহপূর্ব্বক ঋক্, যজুঃ, ...বিভক্ত করেন, তৎপূর্ব্বেও বেদ ছিল এবং যাঁহারা শৌনকের চরণ- ...েন, তাঁহারা জানেন, যে এক সময়ে এক এক বেদের কত ভিন্ন প্রকার ...ত ছিল, এখন তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে। শাকদ্বীপীয় মগনামক ...বপ্রগণ যখন আদিবেদ অধ্যয়ন করিতেন, তখনও সম্ভবতঃ বেদব্যাস কর্তৃক ভারতে বেদবিভাগ ঘটে নাই। পরে বেদব্যাস কর্তৃক বিভিন্ন বেদ প্রকাশিত হইবার পর শাকদ্বীপেও ভারতের অনুকরণে চারিবেদ কল্পিত হইয়া থাকিবে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে আনীত খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর হস্তলিখিত পুথিতে এরূপ ভাবের উল্লেখ দেখিয়াছেন যে, 'কালে মগেরাও ব্রাহ্মণ হইবে।' এই উক্তি দেখিয়াও কেহ কেহ শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণত্বে সন্দেহ করেন। কিন্তু এই শ্লেষোক্তি হইতেই জানা যাইতেছে যে, সেই প্রাচীন কালে শাকদ্বীপীয় গ্রহবিপ্রগণ 'ব্রাহ্মণ' বলিয়াই গণ্য ছিলেন, নতুবা ঐরূপ উক্তির কোন সার্থকতা থাকে না। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ও গ্রহযামল হইতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ভারতাগত শাকদ্বীপীয় গ্রহবিপ্রগণ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদেরই ভিন্ন ভিন্ন শাখা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং সকলেই সামগান করিতেন। এখনও ভিন্ন ভিন্ন বেদশাখাধ্যায়ী শাকদ্বীপী গ্রহবিপ্র নানাস্থানে দৃষ্টিগোচর হয়। এরূপ স্থলে এদেশীয় সামাদি সকল বেদেই অধিকার থাকায় এবং নানাপুরাণে তাঁহারা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় গ্রহবিপ্রের শ্রেষ্ঠবর্ণত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতেছে না। এক সময় এই গ্রহবিপ্রগণের প্রাধান্য ভারতময় ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সেই জন্য বোধ হয় বিষ্ণুপুরাণের টীকায় সুপ্রসিদ্ধ শ্রীধরস্বামী 'ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম* বলিয়া শাকদ্বীপীয় গ্রহবিপ্রগণের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই শাকদ্বীপী-ব্রাহ্মণগণ এখনও রাজপুতানার বহু রাজপুত-রাজন্যবর্গের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ ভাস্করানন্দ স্বামীর জীবনীতে প্রকাশ যে, তিনি অনন্তরাম নামক এক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের নিকটই উপনিষদ্ভাষ্য ও সমুদয় দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

* বিষ্ণুপুরাণ ২।৪।৬৯ টীকা দ্রষ্টব্য।

ব্রাহ্মণ কাণ্ড

পঞ্চম অংশ।

জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণবিবরণ।

জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণবিবরণ।

সূচনা।

বর্ত্তমান বুন্দেলখণ্ডে এক সময় প্রবল পরাক্রান্ত চন্দ্রাত্রেয় বা চন্দেল্লবংশ রাজত্ব করিতেন, এখনও এই শ্রেণীর প্রধান বাসস্থান "চন্দেলখণ্ড" নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দের প্রথম ভাগে এই বংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। এই বংশীয় ২য় অধিপতি বাক্পতির জয়শক্তি ও বিজয়শক্তি নামে দুই বীরপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জয়শক্তি "জেজ্জাক" বা 'জেজা' এবং বিজয়শক্তি "বিজ্জাক" বা "বীজা" নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।* চন্দ্রাত্রেয়বংশের বহুতর শিলালিপিতে এই উভয় ভ্রাতার পরিচয় বিবৃত হইয়াছে। লক্ষ্নৌ যাদুঘরে রক্ষিত মহোবার শিলাফলকে খোদিত আছে,—

"জেজাখ্যয়াথ নৃপতিঃ স বভূব জেজাভুক্তিঃ পৃথোরিব যতঃ পৃথিবীয়মাসীৎ।
বীজাহ্বয়স্তদনুজঃ"—(শিলালিপির ৬ষ্ঠ পংক্তি)

অনন্তর জেজা নামে নৃপতি হইয়াছিলেন, যেমন পৃথু হইতে পৃথিবীর নামকরণ হইয়াছে, সেইরূপ তাঁহার নামে জেজাভুক্তি নাম হইয়াছিল। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের নাম বীজা।

বুন্দেলখণ্ডের কিয়দংশ "জজ্‌হোতি" নামে খ্যাত। যেমন প্রাচীন তীরভুক্তি অধুনা "তিরহোত" বা "ত্রিহুত" নামে খ্যাত, সেইরূপ প্রাচীন জেজাভুক্তি, অধুনা জজ্‌হোতি নামে খ্যাত হইয়াছে। আবুরিহান্ আলবেরুণী ও ইবন্‌-বতুতা বর্ত্তমান বুন্দেলখণ্ড-জেলাকেই "জজ্‌হোতি" নামে অভিহিত করিয়াছেন। রসিদ্ উদ্দীন্ জমি-উৎ-তবারিখে লিখিয়াছেন যে, "গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর সহর এবং খজরাহ নামক রাজধানী জজ্‌হোতি-প্রদেশের মধ্যেই অবস্থিত। এখানে 'জজ্‌হোতিয়া' নামক এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বাস আছে।" বর্ত্তমান সময়ে 'জজ্‌হোতিয়া' ব্রাহ্মণেরা নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেও জজ্‌হোতিকেই তাঁহাদের প্রধান সমাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের নামোৎপত্তি-জিজ্ঞাসা করিলে অনেকেই 'যজুর্হোতা' বলিয়া পরিচয় দেন। বুন্দেলখণ্ডে 'জজ্‌হোতিয়া' নামক এক শ্রেণীর বেণিয়ার বাসও আছে। ইহাতে সহজেই মনে হয়, যেমন কান্যকুব্জ হইতে 'কনোজিয়া' ও মিথিলা হইতে 'মৈথিল', সেইরূপ জজ্‌হোতি নামক স্থান হইতে 'জজ্‌হোতিয়া' শ্রেণির নামোৎপত্তি হইয়াছে।

জজ্‌হোতিয়ারা এক্ষণে চলিত কথায় 'জিঝোতিয়া' নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা কনোজিয়া ব্রাহ্মণের শাখা।

* Epigraphia Indica, Vol. I. p, 138, 218.

বঙ্গে জিঝোতিয়া।

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ফতেসিংহপরগণায় জিঝোতিয়া শ্রেণির কতকগুলি ব্রাহ্মণ বাস করেন। ফতেসিংহের জমিদারী সমস্ত বহু দিন পর্য্যন্ত পুণ্ডরীকগোত্রোৎপন্ন এই শ্রেণির রাজবংশের অধিকৃত ছিল, এখনও ফতেসিংহের অর্দ্ধাংশ সেই বংশের অধিকারে আছে। প্রায় দুইশত বর্ষের প্রাচীন "পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা" নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে সেই রাজবংশের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদিপ্রকাশিত এই কুলপঞ্জিকা ও "ফতেসিংহ জমিদারীর ইতিবৃত্ত" সাহায্যে এই শ্রেণির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল।

উক্ত কুলকীর্ত্তিপঞ্জিকায় লিখিত আছে,—'রাজা মানসিংহ দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের অবাধ্য নৃপতিগণকে শাসন করিবার জন্য যৎকালে প্রেরিত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য প্রতাপশালী সবিতারায়, দুই পুত্র ও ত্রিলোকবিজয়ী চারি পৌত্রের সহিত বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি বায়ুবেগগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া কবচধারণ-পূর্ব্বক অসিচর্ম্মমাত্র আশ্রয়ে নিজ আত্মীয়গণসহ কোচাড়, কোচবিহার, খড়্গপুর প্রভৃতি দেশের দুর্জ্জয় শত্রুরাজগণকে পরাজয় করিয়া বীরত্বপ্রদর্শন দ্বারা রাজা মানসিংহের প্রীতি জন্মাইয়াছিলেন।*

আইন-ই-অকবরী প্রভৃতি সাময়িক ইতিহাস হইতে জানা যে, রাজা মানসিংহ ৯৯৭ হিজিরায় (১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে) অকবর কর্ত্তৃক বাঙ্গালাদেশের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইয়া পাটনায় আগমন করেন। বিহারে অবস্থানকালে তিনি গিধোড়ের জমিদার পূরণমল্ল ও খড়্গপুরের জমিদার সংগ্রামসিংহ-সহায়কে শাসন করিয়াছিলেন। ঐ সময়েই সবিতা-রায় ও তাঁহার বান্ধবগণের আগমনকাল। তাহা হইলে কিঞ্চিদধিক তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে পুণ্ড-রীকগোত্রজ জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ বঙ্গে আগমন করেন, তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে।

* "রাজশ্রীমানসিংহঃ ক্ষিতিপতিতিলক শ্রীলদিল্লীশ্বরেণ
যাবদ্বঙ্গীয়দুষ্টক্ষিতিপতিবিজয়ায়ৈব সংপ্রেষিতো বঃ।
তৎসাহায্যং চিকীর্ষুঃ স্বয়মিহ সবিতারায় এষ্ প্রতাপী-
পুত্রাভ্যাং বঙ্গমাগাৎ ত্রিভুবনজয়শীলৈশ্চ পৌত্রৈশ্চতুর্ভিঃ॥
যুদ্ধে শ্রীসবিতা স্ববন্ধুভিরলং দুষ্টান্ ক্ষিতীশানরীন্
কোচাড়-কোচবিহার-দুর্জ্জয়-খরগ্পুরাদি-দেশস্থিতান্।
আরূঢ়ঃ কবচী মরুজ্জবহয়ং চর্ম্মাসিমাত্রাশ্রয়ো
জিত্বাসৌ সমতোষয়চ্চ নৃপতিং বিখ্যাপয়ন্ শূরতাম্॥" (পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা)

উক্ত কুলপঞ্জিকায় আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, 'সবিতারায় সেই সকল রাজার ভূমি অধিকার করিলে, রাজা মানসিংহ প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"তুমি আমার সঙ্গে দিল্লীশ্বরের নিকট এস, তোমাকে উপযুক্ত ভূমিভোগের সনন্দ দেওয়াইব।" মানসিংহের কথা শুনিয়া সবিতা বলিলেন, আমারও সেই ইচ্ছা। অনন্তর তিনি মানসিংহের সহিত প্রত্যাগমনকালে, প্রিয়পুত্রগণের মঙ্গলকামনায় তাঁহাদিগকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া বলিলেন,—'বুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য, বল প্রভৃতি সকল গুণ একাধারে থাকে না;—কিন্তু আমার উপার্জ্জিত সম্পত্তিতে তোমাদের সকলের সমান অধিকার থাকিবে।' তৎপরে রায় দিল্লীশ্বরের নিকট গিয়া আপন বংশের প্রীতি-উৎপাদক সনন্দ সম্পাদন করাইলেন। পরে কায়স্থ-অবনী-পালকে, শূর সৈয়দগণকে ও হাড়িগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ফতেসিংহ অধিকার করিলেন।'[২]

ফতেসিংহ বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী বিস্তৃত পরগণা, এক সময়ে ইহার আয়তন বহু বিস্তৃত থাকিলেও এক্ষণে কান্দি সবডিভিসনের অন্তর্গত কান্দি ও ভরতপুর-থানার প্রায় সমস্ত এবং বড়ঁয়া, গোকর্ণ ও খড়গ্রাম থানার কতকাংশ লইয়া বর্ত্তমান ফতেসিংহ-পরগণা। পূর্ব্বে ভাগীরথী, দক্ষিণে কাঁটোয়া মহকুমা ও পশ্চিমে বীরভূম রাঢ় মধ্যে ফতেসিংহের অবস্থান। ইহার অন্তর্গত পাঁচথুপি, জজান, কান্দি, জেমো, বাঘডাঙ্গা, রসোড়া, ছাতিনাকান্দি প্রভৃতি স্থান উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের সমাজ বলিয়া গণ্য। উত্তর-

(২) "ততশ্চ রায়ঃ সবিতা নৃপাণাং ভূমৌ চ রাজ্যোঽধিকৃতো বভূব।
রাজা পুনঃ প্রীতমনাস্তমূচে ধীমানসৌ শ্রীযুতমানসিংহঃ ॥৬
আগচ্ছ ত্বরিতং সহৈব ময়কা দিল্লীশমুর্ব্বীপতিং
পত্রীং ভোগবিধানবতীবকুশলাং সম্পাদয়িষ্যে ততঃ।
শ্রুত্বৈতন্ন্ পভাষিতঞ্চ সবিতা তত্রাহ হৃষ্টঃ স্বয়ং
গন্তাহং ভবতা সহৈব হি মমাপীচ্ছাপি চৈতাদৃশী ॥৭
যাস্তন্ ভূপতিনা সহৈব সবিতা বাঞ্ছন্ প্রিয়াণাং প্রিয়ং
পুত্রাদীনবদৎ স্বয়ং হি সকলান্ প্রায়ঃ প্রতিজ্ঞাপয়ন্।
বুদ্ধ্যৈশ্বর্য্যবলাদয়ো ন হি গুণাশ্চৈকত্র তিষ্ঠন্ত্যতো
যুষ্মাকমিহ মৎকৃতেষু নিখিলেষাস্তাং সমা স্বামিতা ॥৮
গত্বা তত্র ততঃ পরন্ত সবিতা রায়ো হি দিল্লীশ্বরাৎ
পত্রীং প্রীতিকরীং কুলস্য পরমং সংপাদ্য যত্নেন সঃ।
কায়স্থাবনিপালশূরসয়িদান্ যুদ্ধে তথা হড্ডিপান্
ফত্তেসিংহমুখক্ষিতাবধিকৃতো জাতো হি জিত্বৈব তান্॥" ১০
(পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা ১ প)

রাঢ়ীয় কায়স্থগণের অন্যতম পূর্ব্বপুরুষ সোমেশ্বর ঘোষের ও অনাদিবর সিংহের বংশধরেরা ফতেসিংহ মধ্যে বাস করেন ও স্থানীয় সমাজে অদ্যাপি তাঁহাদের প্রভূত প্রতিপত্তি। অনাদিবরসিংহের বংশে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের প্রসিদ্ধ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের উদ্ভব হয়। ফতেসিংহের উত্তরাংশে ভাগীরথীতীরে প্রাচীন রাজধানী কর্ণসুবর্ণ বা রাঙ্গামাটী ঘাট অবস্থিত ছিল। রাঙ্গামাটীর ধ্বংসের পর পাঠান-রাজত্বকালে ফতেসিংহে মুসলমান প্রাধান্য ঘটে ও বিস্তর গ্রামের অধিবাসী মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করে। অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত মুসলমান-বংশ ফতেসিংহের দক্ষিণাংশে এখনও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকায় সবিতারায় কায়স্থ রাজা, সৈয়দগণ ও হাড়িদিগকে পরাস্ত করিয়া ফতেসিংহ পরগণা পুরস্কার পাইয়াছিলেন, এইরূপ লিখিত আছে। কায়স্থ রাজা সম্ভবতঃ উত্তররাঢ়ীয় অনাদিবরসিংহের বংশধর। সৈয়দবংশের প্রতিপত্তি অদ্যাপি রহিত হয় নাই। কান্দি হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণে ময়ূরাক্ষী নদীর নিকট ফতেপুর নামক একটী গ্রাম আছে। জনশ্রুতিমতে এইখানে ফতেসিংহ নামে এক হাড়িরাজা রাজত্ব করিতেন ও এই ফতেসিংহ হইতে ফতেসিংহ-পরগণার নামকরণ হইয়াছে। ফতেপুরের পার্শ্বে 'মুণ্ডমালা' নামে একটী স্থান আছে। প্রবাদ এইরূপ, এই মুণ্ডমালায় হাড়িবংশের ধ্বংস হয়। হাড়িরাজের অধঃপতনের পর সবিতা-রায় ফতেসিংহ ও নিকটবর্ত্তী স্থান অধিকার করেন।

মুসলমান-ইতিহাস পাঠে জানা যায়, রাজা মানসিংহ ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে প্রবেশ করেন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ফতেসিংহের উত্তরসংলগ্ন শের-পুর-আতাইয়ের যুদ্ধে পাঠানেরা পরাজিত হয়। সম্ভবতঃ ইহারই অনতিকাল পরে সবিতারায়ের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইয়াছিল। উক্ত যুদ্ধের পর রাজা মানসিংহ দিল্লীশ্বরের প্রসাদে সাতহাজারি মনসব্দারের মহোচ্চপদ অর্জ্জন করেন। এই সময়েই বোধ হয়, সবিতারায় সনন্দ পাইয়াছিলেন। তৎকালে পলাসী পরগণা পর্য্যন্ত সবিতারায় ও তদ্বংশধরগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

এই সবিতারায়ই ফতেসিংহের জিঝোতিয়া-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার কুলোপাধি দীক্ষিত, গোত্র পুণ্ডরীক, প্রবর পুণ্ডরীক অঘমর্ষণ অসিত দেবরাত বৈশম্পায়ন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ আশ্রয় করিয়া গত তিনশত বৎসরে আরও অনেকগুলি জিঝোতিয়া বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করিয়াছেন।

সবিতারায়ের বংশীয়েরা শোভাসিংহের বিদ্রোহে যোগ দেওয়ায় কিছুদিনের জন্য সম্পত্তিচ্যুত হইয়াছিলেন। পরে আবার ফতেসিংহের জমিদারী তাঁহাদের হস্তে আইসে। ১১৬৪ সালে ফতেসিংহের নীলকণ্ঠ রায় দিল্লীর বাদশাহের নিকট রাজোপাধি লাভ করেন। ইংরাজরাজত্বের প্রথম অবস্থায় ফতেসিংহের জমিদারী জেমো ও বাঘডাঙ্গা এই দুই ঘরের মধ্যে দ্বিধা বিভক্ত হয়। বাঘডাঙ্গার অংশ সম্প্রতি ঋণদায়ে মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের হস্তগত হইয়াছে। জেমোর অংশ অদ্যাপি সবিতারায়ের বংশীয়গণের অধিকারে রহিয়াছে। ইঁহারাই ফতেসিংহের জিঝোতিয়া-সমাজের নেতা ও জেমোর রাজা বলিয়া খ্যাত।

গত তিনশত বৎসর ধরিয়া সবিতারায়ের বংশধরগণের যত্নে ফতেসিংহের নানা বিষয়ে শ্রী সম্পাদিত হইয়াছে। ফতেসিংহ পরগণার অন্তর্গত বহুসংখ্যক গ্রাম তাঁহাদের স্থাপিত ও তাঁহাদের নামে পরিচিত। নিষ্কর ভূসম্পত্তি প্রদান দ্বারা দেবতা ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহারা সমাজে যশস্বী হইয়াছিলেন। অন্যান্য কীর্ত্তির মধ্যে ভাগীরথীতীরে শক্তিপুর গ্রামে ৺কপিলেশ্বরের প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সবিতারায়ের বংশীয়গণের আশ্রয়ে জিঝোতিয়া, কনোজিয়া, মৈথিল, ভূমিহার প্রভৃতি নানাশ্রেণির অনেকগুলি ব্রাহ্মণ পশ্চিম হইতে আসিয়া ফতেসিংহে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। স্থানীয় সমাজে ইঁহারা সকলেই "পশ্চিমা ব্রাহ্মণ" নামে এবং রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা "বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ" নামে পরিচিত। রাঢ়ীবারেন্দ্রের মধ্যে যেমন পরস্পর সামাজিক আদান-প্রদান চলে না, সেইরূপ পশ্চিমা ব্রাহ্মণদেরও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির মধ্যে পরস্পর আদানপ্রদান চলার নিয়ম নাই। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে এই নিয়ম পালন করা কঠিন। উপনিবিষ্ট পশ্চিমা ব্রাহ্মণের সংখ্যা কোথাও অধিক নহে, সমাজ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ; কাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিতান্ত বাধ্য হইয়া ভিন্ন শ্রেণির ব্রাহ্মণের সহিত সামাজিক সম্পর্কে না মিশিলে চলে না। "জিঝো-তিয়া"রা স্বশ্রেণির ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যে কন্যাদান করিতে সঙ্কুচিত ছিলেন; তবে ভিন্ন শ্রেণি হইতে কন্যা গ্রহণ করিতে বড় আপত্তি করিতেন না। সম্প্রতি ভিন্ন শ্রেণিতে কন্যাদানেও বাধ্য হইতেছেন। বাঙ্গালী রাঢ়ী বারেন্দ্রের মধ্যে যে সম্মিলন বর্ত্তমানকালে অসম্ভব, উপ-নিবিষ্ট পশ্চিমাদের মধ্যে পরস্পর সেই সম্মিলন এইরূপে অনেকটা সম্ভব হইয়াছে।

ফতেসিংহের খাঁটি জিঝোতিয়ার সংখ্যা অধিক নহে। জিঝোতিয়ার মূল সমাজ বুন্দেল-খণ্ডের সহিত বাঙ্গালার জিঝোতিয়াদের কোনরূপ সম্পর্ক বা পরিচয় পর্য্যন্ত নাই।

বৈদ্যনাথ-দেওঘরের নিকট কতকগুলি জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ বাস করেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আসিয়া ফতেসিংহে বাস করিয়াছেন। মালদহ জেলার এক ঘর জিঝো-তিয়ার সহিত ফতেসিংহের জিঝোতিয়াদের কুটুম্বিতা আছে। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালা দেশের অন্য কোথাও জিঝোতিয়ার বাস থাকিলেও তাহা ফতেসিংহ-সমাজের অজ্ঞাত।

ফতেসিংহের খাঁটি জিঝোতিয়া যে কয়েক ঘর বাস করেন, তাঁহাদের নাম ধাম নীচে দেওয়া গেল।

বাসস্থান	উপাধি	গোত্র
জেমো মাধুনিয়া কল্যাণপুর	সবিতারায়ের বংশীয় দীক্ষিত	পুণ্ডরীক
জেমো টেঁয়া	ত্রিবেদী বা তেওয়ারী	বত্মণ

বাসস্থান	উপাধি	গোত্র
জেমো	ত্রিবেদী	গর্গ
জেমো	বাজপেয়ী	মেহরস (?)
বঙ্কা	ত্রিবেদী	গর্গ
ব্রাহ্মণপাড়া	চৌবে	ভরদ্বাজ
রায়পুর আন্দুলিয়া	দুবে	বাৎস্য
টেঁয়া	উপাধ্যায়	শাণ্ডিল্য
বাছড়া	মিশ্র	মেহরস (?)
মাধুনিয়া	দুবে	কাশ্যপ

এতদ্ব্যতীত আর কয়েক ঘরের চিহ্নস্বরূপ পরিত্যক্ত বাস্তুভিটা বা অবীরা স্ত্রী দুই চারি জন বর্ত্তমান।

ভাষায় ও পরিচ্ছদে ফতেসিংহের পশ্চিমাব্রাহ্মণদিগকে প্রতিবেশী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ হইতে পৃথক্ করিয়া চিনিবার কোন উপায় নাই। ভাষা ও পরিচ্ছেদের সহিত তাঁহারা বঙ্গদেশ-প্রচলিত পূজাপার্ব্বণ ব্রতানুষ্ঠানাদি সকলই গ্রহণ করিয়াছেন, এবং বিবাহাদি সংস্কার ব্যতীত আর সর্ব্বত্রই বঙ্গদেশের প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলেন। ফতেসিংহের জিঝোতিয়ারা সকলেই মাধ্যন্দিন শাখাধ্যায়ী শুক্লযজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, ও শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান স্বশাখানুযায়ী গৃহ্য কর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদিত হয়। যে কয়েক ঘর জিঝোতিয়া ফতেসিংহে এখন বর্ত্তমান, তাঁহারা জমিদারী, লাখেরাজ, জোত-জমা ইত্যাদি ভূসম্পত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। অধ্যাপনা ও যাজনবৃত্তি সকলেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। কাজেই ভিন্ন শ্রেণির ব্রাহ্মণ হইতে পুরোহিত গ্রহণ করিতে হয়। শক্তিমন্ত্রে বা বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ "বাঙ্গালী" গুরুর নিকট চলে; দুর্গোৎসব শ্যামাপূজাদি অনুষ্ঠান অথবা ব্রতনিয়মাদি অনুষ্ঠানও "বাঙ্গালী" পুরোহিতের সাহায্যে সম্পাদিত হইতে বাধা নাই। কিন্তু অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও বিবাহে "পশ্চিমা" ব্রাহ্মণের সাহায্য আবশ্যক হয়। কনোজিয়া ও মৈথিল ব্রাহ্মণেরাই এস্থলে পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হন। সবিতা-রায়ের বংশীয় জেমোর জমিদারদিগের দুই ঘর পুরোহিত আছেন; একঘর বারেন্দ্র বাঙ্গালী, আর এক ঘর কনৌজিয়া পশ্চিমা। ব্রতপূজাদি উভয় পুরোহিতের সাহায্যে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; কিন্তু গৃহ্য সংস্কারাদিতে বা কুলদেবতার পূজায় কনৌজিয়া পুরোহিত উপস্থিত থাকেন। পুণ্ডরীক গোত্রের কুলদেবতাগণের নাম বঙ্গদেশে অপরিচিত। শারদীয়া মহাষ্টমীর নিশীথ রাত্রিতে অন্যতম কুলদেবতার বিশেষভাবে পূজা হইয়া থাকে।

বিবাহ সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। তাহাতেই বুঝা যাইবে

বাঙ্গালার ক্ষুদ্র "পশ্চিমা" সমাজ কিরূপে পার্শ্ববর্ত্তী বৃহত্তর "বাঙ্গালী" সমাজ হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

বিবাহের প্রথম অনুষ্ঠান "তিলকদান"। শুভদিনে কন্যার ভ্রাতা গোধূলি সময়ে পাত্রের বাড়ীতে নাপিত, পুরোহিত ও অনুচরবর্গ সঙ্গে উপস্থিত হন ও ভগিনীর পাণিগ্রহণ জন্য বরকে যথাবিধি আমন্ত্রণ করিয়া আসেন। পঞ্চ দেবতা, নবগ্রহ, দশদিক্‌পাল, কুলদেবতা ও প্রজাপতি দেবতার পূজান্তে দধি, মৎস্য, পর্ণ, পূগ, গন্ধ, পুষ্প, মাল্য, বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, অলঙ্কার ও কিঞ্চিৎ নগদ অর্থ দ্বারা সভামধ্যস্থ বরকে অর্চ্চনা করিয়া তিনি কন্যাগ্রহণের জন্য দরখাস্ত করেন ও বরও "যদি কন্যা গুণোপেতা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা তদাহং প্রতিগৃহ্লামি দেবাগ্নিগুরুসন্নিধৌ" এই সর্ত্ত রাখিয়া কন্যাগ্রহণে প্রতিশ্রুত হন। নগদ অর্থের ব্যাপারটা কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কন্যা পক্ষের ইচ্ছাধীন ছিল ও বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ অতিক্রম করিত না। আজ কাল বাঙ্গালী সমাজের হাওয়া লাগিয়া উহা চুক্তির বিষয় হইতেছে ও শত ছাড়াইয়া সহস্রে গিয়া পড়িতেছে।

বিবাহের দুই তিন দিন পূর্ব্বে আইবুড় ভাত—পশ্চিমার ভাষায় "থুবুরা" (থুবড়া)। বর কন্যা নিজ নিজ বাটীতে গায়ে হলুদ মাখিয়া চোখে কাজল পরিয়া মঙ্গলান্ন ভোজন করেন। স্ত্রীলোকেরা চারি দিকে ঘেরিয়া হিন্দী ভাষায় "গীত" গান, এই সময় ভিন্ন আর কোন সময়ে হিন্দীর চলন নাই। এই দিন আত্মীয় স্বজনেরা কাপড় বাসন দধি প্রভৃতি উপহার পাঠান। এই স্থলে বলা আবশ্যক, পশ্চিমার মাঙ্গলিক কার্য্য মাত্রেই হরিদ্রার ছড়াছড়ি হয়; ও অতিবৃদ্ধ স্ত্রীলোকেরাও দিবারাত্র গলা ছাড়িয়া "গীত" গাইয়া থাকেন। বিবাহের পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার পর হরিদ্রা-প্রতিষ্ঠা। বরকর্ত্তা বা কন্যাকর্ত্তা নিজ বাটীতে উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যার পর অলঙ্কৃত ছায়ামণ্ডপে—"মাড়োয়া" মধ্যে—ঐ অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন। তাহার অন্তর্গত ঘটস্থাপনা ও পঞ্চ দেবাদির পূজান্তে অনন্তাদি নাগপূজা, খনিত্র-পূজা (খনতার পূজা), খনিত্রবিহিত খাত মধ্যে কদলীস্তম্ভ ও বংশস্তম্ভপূজা, ঘটোপরি দীপদান, বরকন্যার হস্তে কঙ্কণ-বন্ধন ও কুলদেবতাদিকে নিবেদনের পর ললাটে তৈলহরিদ্রাদান। তৎ-কালোচিত বিবিধ স্ত্রী-আচার ও গীত হইয়া থাকে।

বিবাহ দিবসে বিনায়ক সহিত গৌর্য্যাদি মাতৃকা-পূজা, বসুধারা-দান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ। স্ত্রী-আচার মধ্যে বাড়ীর প্রাচীনা গৃহিণী কর্ত্তৃক পিতৃলোককে নামগ্রহণপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ—"পিতর নেওতান"—উল্লেখযোগ্য। রাত্রিতে বরযাত্রা। দ্বারে উপস্থিত বরের পুরোহিত কর্ত্তৃক অভ্যর্থনা ও স্ত্রীগণকর্ত্তৃক "পরিছন"। সভা মধ্যে "জনোয়াশে"—বর উপবিষ্ট হইলে কন্যাকর্ত্তাকর্ত্তৃক বরযাত্রিগণের ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ ও সিদ্ধি সরবত ও পরে ভোজনের ব্যবস্থা।

"মাড়োয়া" মধ্যে বর আনীত হইলে কন্যাকর্ত্তাকর্ত্তৃক বরের যথাবিধি পাদ্যার্ঘ, মধুপর্ক-বিষ্টরাদি দ্বারা অর্চ্চনা ও সযৌতুক কন্যাসম্প্রদান। তৎপরে কুশণ্ডিকা-হোম, কন্যার ভ্রাতৃ-দত্ত লাজাঞ্জলি দ্বারা হোম, বরকন্যার বহ্নিপ্রদক্ষিণ, সপ্তপদাক্রমণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের পর বিবাহশেষ হয়। পরে বাসরঘর—'কোবর'—প্রবেশ ও সেখানে বিবিধ স্ত্রী আচার। পরদিন

স্ত্রী-আচারান্তে বধূসহ বরের প্রত্যাবর্ত্তন ও তদুপলক্ষে "বউভোজ"। চতুর্থ রাত্রির প্রভাতে চরুদ্বারা চতুর্থীহোম ও কঙ্কণ-মোক্ষণ। বিবাহের পর অষ্টমঙ্গলা। কিছু দিন বা কয়েক বৎসর পরে দ্বিরাগমন "গওনা"।

গর্ভাধান এখন স্ত্রীআচারমাত্রে সমাপ্ত হয়। নামকরণ, নিষ্ক্রামণ ও অন্নপ্রাশন একসঙ্গে ও কর্ণবেধ, উপনয়ন, বেদারম্ভ ও সমাবর্ত্তন একযাত্রায় অনুষ্ঠিত হয়।

বিবাহাদি কর্ম্মনির্ব্বাহের জন্য স্বশাখানুযায়ী গৃহকর্ম্মের পদ্ধতি অনেকগুলি চলিত আছে। ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীনারায়ণ দ্বিবেদিকৃত দশকর্ম্মপদ্ধতি তন্মধ্যে অন্যতম।

শুনিতে পাওয়া যায়, পশ্চিমদেশের মূলসমাজে জিঝোতিয়াদের মধ্যে কৌলীন্যভেদ আছে। ৩, ১৩, ৫৩, এই তিন ঘরের মধ্যে ৩ ঘর উত্তম, ১৩ মধ্যম ও ৫৩ অধম। বাঙ্গালা দেশে পুত্রসমাজে কৌলীন্য-বিচারের অবসর নাই; এখানে সকলেই সমান কুলীন। প্রকৃত কথা, মূলসমাজের সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটনায় কেহই আপনার বংশগত মর্য্যাদা ও স্বজাতির ইতিহাস অবগত নহেন।

বাঙ্গালী সমাজের সহিত পশ্চিমার সম্পর্ক বুঝাইবার জন্য আরও দুই এক কথা বলা আবশ্যক। পশ্চিমার গৃহে গৃহিণীগণ ষষ্ঠী শীতলা মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি স্থানীয় দেবতা গ্রাম-দেবতা প্রভৃতি বাঙ্গালীর নিকট ষোলআনা গ্রহণ করিয়াছেন। গৃহস্থের গৃহে নিত্য-নৈমিত্তিক দেবসেবা ঠিক্ প্রতিবেশী বাঙ্গালীদের মতই অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালী শাক্ত বা বৈষ্ণব গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ ঘটে। শাক্তের বাড়ীতে ছাগমুণ্ড গড়াগড়ি যায়; বৈষ্ণবেরা চৈতন্যপন্থী গোস্বামিশিষ্যদের অনুগমন করেন। তবে তান্ত্রিক কদাচার বা বৈষ্ণব অনাচার জিঝোতিয়াদের গৃহে অদ্যাপি প্রবেশ করে নাই।

বাঙ্গালীর সহিত পশ্চিমার হুঁকা ব্যবহার চলিত আছে। ফলাহারে এক পংক্তিতে ভোজন চলে। তবে বাঙ্গালীর হস্তে বা বাঙ্গালীর সহিত একপংক্তিতে অন্নভোজন চলে না। শূদ্রের বাড়ীতে ভোজন বা শূদ্রের দানগ্রহণ একান্ত নিষিদ্ধ, এবং শূদ্রযাজক ব্রাহ্মণের সাহায্যে যজনানুষ্ঠানও চলিতে পারে না।

ইংরেজি বিদ্যা বা ইংরেজি আচার স্থানীয় জিঝোতিয়া সমাজকে অভিভূত করে নাই।

জেমোর রাজা ৺নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ও জেমোনিবাসী ৺গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী ও ৺উপেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বর্ত্তমান সময়ে জিঝোতিয়া সমাজের উজ্জ্বলতম রত্ন ছিলেন। চরিত্রগৌরবে তাঁহারা স্থানীয় সমাজে সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেন; ও বিবিধ সৎকর্ম্ম দ্বারা স্থানীয় সমাজের বিবিধ উন্নতিসাধন ও হিতসাধন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।

পুণ্ডরীক গোত্র।

সবিতাচাঁদ দীক্ষিত
বা
সবিতা রায়১

(১) প্রথম বাঙ্গালায় আসিয়া ফতেসিংহ অর্জ্জন করেন।
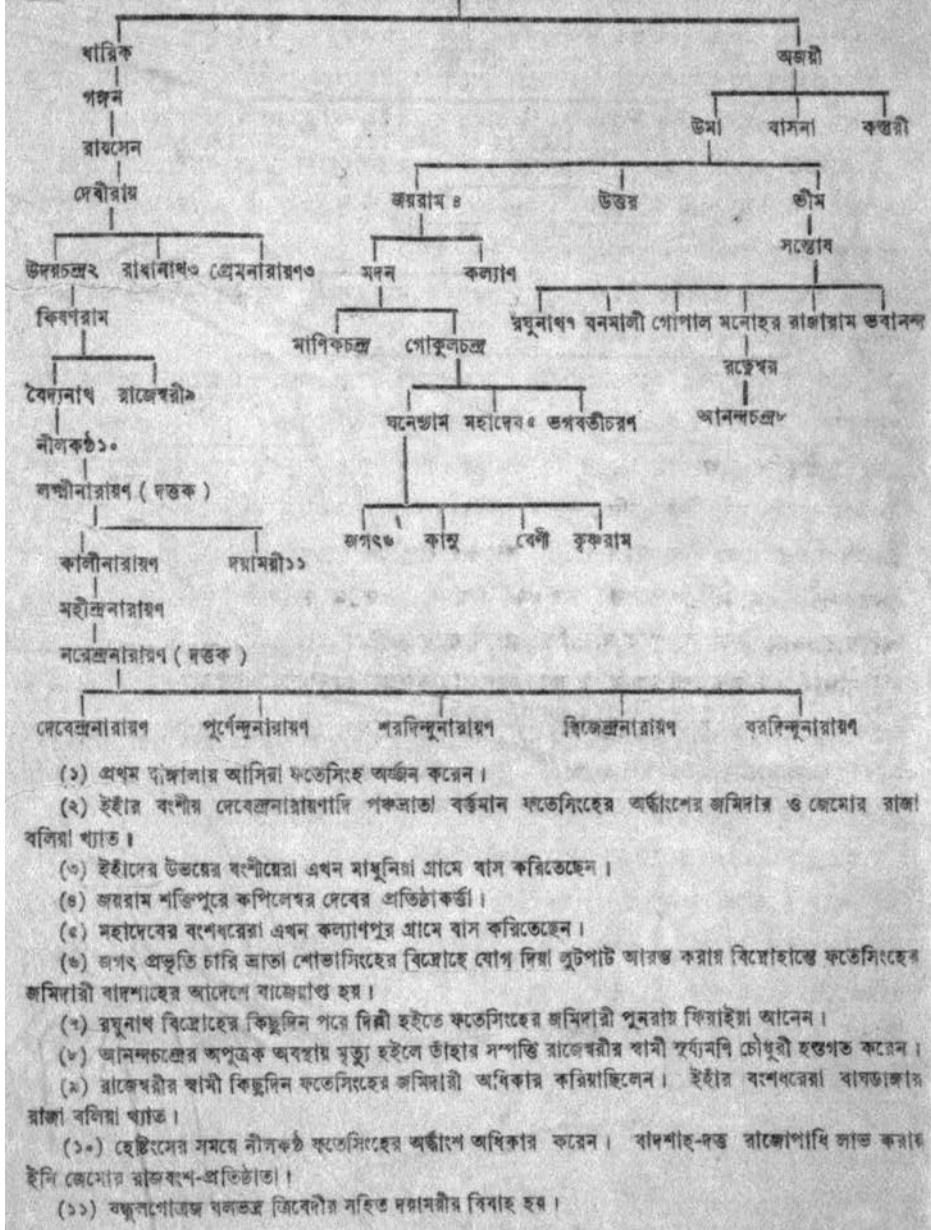
(২) ইঁহার বংশীয় দেবেন্দ্রনারায়ণাদি পঞ্চভ্রাতা বর্ত্তমান ফতেসিংহের অর্দ্ধাংশের জমিদার ও জেমোর রাজা বলিয়া খ্যাত।

(৩) ইঁহাদের উভয়ের বংশীয়েরা এখন মাধুনিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

(৪) জয়রাম শক্তিপুরে কপিলেশ্বর দেবের প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা।

(৫) মহাদেবের বংশধরেরা এখন কল্যাণপুর গ্রামে বাস করিতেছেন।

(৬) জগৎ প্রভৃতি চারি ভ্রাতা শোভাসিংহের বিদ্রোহে যোগ দিয়া লুটপাট আরম্ভ করায় বিদ্রোহান্তে ফতেসিংহের জমিদারী বাদশাহের আদেশে বাজেয়াপ্ত হয়।

(৭) রঘুনাথ বিদ্রোহের কিছুদিন পরে দিল্লী হইতে ফতেসিংহের জমিদারী পুনরায় ফিরাইয়া আনেন।

(৮) আনন্দচন্দ্রের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাঁহার সম্পত্তি রাজেশ্বরীর স্বামী সূর্য্যমণি চৌধুরী হস্তগত করেন।

(৯) রাজেশ্বরীর স্বামী কিছুদিন ফতেসিংহের জমিদারী অধিকার করিয়াছিলেন। ইঁহার বংশধরেরা বাগডাঙ্গার রাজা বলিয়া খ্যাত।

(১০) হেষ্টিংসের সময়ে নীলকণ্ঠ ফতেসিংহের অর্দ্ধাংশ অধিকার করেন। বাদশাহ-দত্ত রাজোপাধি লাভ করায় ইনি জেমোর রাজবংশ-প্রতিষ্ঠাতা।

(১১) বন্ধুলগোত্রজ বলভদ্র ত্রিবেদীর সহিত দয়াময়ীর বিবাহ হয়।

বন্ধুল গোত্র।

(১) মনোহররাম অথবা তাঁহার পুত্র প্রথমে বাঙ্গালায় আসিয়া ফতেসিংহ মধ্যে টেঁয়া গ্রামে বাস করেন।

(২) গদাধর বিষয়-সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া আপন অংশ ভ্রাতুষ্পুত্র বলভদ্রকে অর্পণ করিয়া যান।

(৩) (৪) ইঁহাদের বংশধরেরা টেঁয়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

(৫) বলভদ্র অপুত্রক গদাধর কর্ত্তৃক পুত্ররূপে গৃহীত হন এবং জেমোর রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যা দয়াময়ীকে বিবাহ করিয়া জেমো গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

(৬) রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিধারী ; বাঙ্গালায় নানাগ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ।

বর্ণানুক্রমিক নামনিঘণ্টু।

(৩।=তৃতীয়াংশ; ৪।=চতুর্থাংশ)

———•———

দ্বিতীয় ভাগ সম্পূর্ণ।

যথাস্থানে পাঠ্য।

সামগৌতম।

কোটালিপাড়ের সামগৌতম গঙ্গাগতি বৈষ্ণবমিশ্রের অধস্তন ১৯ কি ২০ পুরুষে হৃদয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন, এই হৃদয়ানন্দ মিশ্র কোটালিপাড় হইতে মাদারিপুরে আসিয়া বাস করেন। হৃদয়ানন্দের পুত্র রামকৃষ্ণ ন্যায়পঞ্চানন, তৎপুত্র রামজীবন ন্যায়বাগীশ ও যাদবেন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, যাদবেন্দ্রের পুত্র বাণেশ্বর পাঠক একজন সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া গণ্য ছিলেন। তৎপুত্র কালিকাপ্রসাদ, তৎপুত্র হরিনাথ, তাঁহার দুই পুত্র রামনিধি ও রামচরণ, রামচরণের পুত্র রামধন, রামকৃষ্ণ, গঙ্গাধর, রাজকুমার ও রামমণি। রামকৃষ্ণের ন্যায় বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজে এ পর্য্যন্ত কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, ব্যবসায়িকা বুদ্ধিপ্রভাবে লক্ষাধিক মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং শুনক, শৌনক, বশিষ্ঠ; শাণ্ডিল্য প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৈদিক ঘরে সম্বন্ধ করিয়া স্বীয় বংশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। মাদারিপুরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অপূর্ব্ব কালীমূর্ত্তি আছে, তাঁহার সেবার জন্য উভয় ভ্রাতা যথেষ্ট সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। রামকৃষ্ণের পুত্র হরিদাস, বামনদাস, ভুবনমোহন ও প্যারীমোহন।

তুলাসারের যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজ।

রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী কোটালিপাড় হইতে বিক্রমপুরের অন্তর্গত মেদিনীমণ্ডলের পার্শ্ববর্ত্তী মাওয়া গ্রামে আগমন করেন, তৎপুত্র রামভদ্র ন্যায়বাগীশ, তৎপুত্র গোবিন্দ, তৎপুত্র রামচন্দ্র, তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণ, তৎপুত্র রামলোচন, তৎপুত্র দুর্গাচরণ, তৎপুত্র শ্যামাচরণ, চণ্ডীচরণ প্রভৃতি। শ্যামের পুত্র বিমলাচরণ।

বর্ণানুক্রমিক নামনির্ঘণ্ট।

বর্ণানুক্রমিক নামনির্ঘণ্ট।

৫৪৭/৭২